জীবন-সোপান

প্রথম ভাগ

(A moral reader for students preparing for the upper primary Examination.)

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

 মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

স্মৃতি-চিহ্ন।

মহারাজকুমার ৺ নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

যিনি রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লিত পালিত হইয়াছিলেন—আজীবন যিনি সুখ এবং শান্তির প্রসন্ন মুখই সন্দর্শন করিয়াছিলেন—সংসারের বিপন্ন, দরিদ্র, অস-য় বালক বালিকা ও নর-নারীর দুঃখ কষ্ট ও অশ্রুজলের সহিত হার কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তথাপি হাতে দরিদ্রের দীনতা—মহাজনের উদারতা—শিশুর সরলতা দখিয়া সকলের মন আপনাআপনিই মুগ্ধ হইত, যাঁহার অমায়ি-কতাপূর্ণ সরল মুখচ্ছবি—যাঁহার অহঙ্কারবিহীন শান্তভাবপূর্ণ মুখ-খানি সংসারে স্বর্গের শোভা ধারণ করিয়াছিল, রাজভবনে, ঐশ্বর্য্য সম্পদময় রাজজীবনে, যিনি জ্ঞান ও চরিত্রের উন্নতি দ্বারা র্ম্মময় জীবন গঠনে সক্ষম হইয়াছিলেন—যাঁহার রাজজীবনে ধর্ম্মে নুরাগ, গুরুজনে ভক্তি, বন্ধু বান্ধবে প্রীতি, দরিদ্রজনে দয়া ও াকের বিপদে সহায়তা সমভাবে স্থান পাইয়াছিল, যে জীবন-ষ্প ফুটিতে না ফুটিতে বৃন্তচ্যুত না হইলে—অকালে অতীতের অন্তরালে লুক্কাইত না হইলে, তাহা হইতে আরও কত মধুময় সুস্বাদু ফল উপভোগ করিয়া লোক পরিতৃপ্ত হইত ; পরলোক আশ্রয় করিলেও যাঁহার জীবন-সৌরভ-ভারে এখনও সভাবাজার রাজবাটী সুগন্ধময় হইয়া রহিয়াছে, বঙ্গীয় বালক বালিকাদিগের অনুকরণের উপযোগী সেই সরলতাময় দেবস্বভাব নীলকৃষ্ণের নামে এই গ্রন্থ পরম যত্নে উৎসর্গিকৃত হইল।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

কিছু দিন হইতে বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষার উন্নতিকল্পে রাজা প্রজা উভয়েরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। বঙ্গীয় বালক বালিকাগণের পক্ষে ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়া নীতি শিক্ষা দিতে প্রয়াস পাওয়া একান্ত বিড়ম্বনার কার্য্য, একথাটী সকলে বিশেষ ভাবে অনুধাবন করেন না। ধর্ম্মই মানবের পরম সহায়, শ্রেষ্ঠ ধন, তাহা লাভ করিবার সদুপায় যদি বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া না হয়, তবে তাহারা আর কি শিখিবে? ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা দিবার নানা প্রকার অন্তরায় থাকিলেও বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিলে কিছু পরিমাণে যে সে বাধা দূর করা যায় না, আমরা এরূপ মনে করি না। সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ ভাবকে আলোচনার বিষয় না করিয়া সাধারণ ভাবে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি, পৃথিবীর লোকমণ্ডলীর প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও নিজ নিজ চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন এবং নানা প্রকার সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইবার উপযোগীতা লাভ দ্বারা লোকেরা যে ধর্ম্মের পথে, কর্ত্তব্যের পথে, ন্যায়ানুষ্ঠানের পথে, বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইতে পারে তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু বালকগণের এতাদৃশ উপযুক্ততা লাভে সহায়তা করিবার উপযুক্ত পুস্তক ও শিক্ষকের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয় কর্ত্তৃপক্ষের সে দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি এরূপ ভাবে রচিত হইল যে ইহাতে

বালকগণের সুশিক্ষা লাভের উপযোগী সদুপদেশ সকল শিক্ষা দেওয়া শিক্ষক মহাশয়গণের পক্ষেও কিছু পরিমাণে সুবিধাজনক ও প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মধ্য বাঙ্গালা ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য এবং এণ্ট্রান্স্ স্কুলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের শ্রেণীতে পরিগণিত হইবে এই আশায় এ পুস্তক খানি রচিত হইল। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলে আমার সমগ্র শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইব।

মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সমগ্র ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় গুণবান ও সম্ভ্রান্ত লোকের উৎসাহ প্রাপ্তি আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। এজন্য আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

১লা জানুয়ারী
১৮৯২।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জীবন-সোপান।

প্রথম অধ্যায়।

শরীর ও স্বাস্থ্য।

একখানি উৎকৃষ্ট উদ্যান প্রস্তুত করিতে হইলে; অগ্রে তাহার মৃত্তিকা উপযোগী করিয়া লইতে হয়; মৃত্তিকা উর্ব্বরা ও সসার না হইলে সে স্থানে আশানুরূপ উদ্যান হইবে না। একটি সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহার ভিত্তিভূমি দৃঢ় করাই বিজ্ঞতার কার্য্য, নতুবা অচিরকালমধ্যে অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইবে। সেইরূপ আমাদের শরীররক্ষা ও তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করাই জীবনের সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা উচিত। করুণাময় পরমেশ্বর

আমাদিগকে যে শরীর প্রদান করিয়াছেন, তাহা রক্ষা ও সবল করিবার উপযোগী দ্রব্যাদিও প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনেক স্থলে সে সকল দ্রব্যকে তিনি আবার অনায়াস-লভ্যও করিয়া দিয়াছেন।

বায়ু।

আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় দ্রব্য বায়ু, এই জন্য বিধাতা বায়ুকে এত সুলভ করিয়াছেন। অতি অল্প সময়ের জন্য যদি আমরা বায়ুশূন্য স্থানে নীত হই, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদের যমযন্ত্রণা উপস্থিত হইবে এবং আমরা মুহূর্ত্ত মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইব। শরীর-রক্ষার পক্ষে বায়ু অপরিহার্য্য। অতএব যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার বায়ু সেবনের সুবিধা হয়, তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। এমন গৃহে বাস করা উচিত, যাহাতে বায়ু সমাগমের উপযুক্ত বাতায়ন আছে। এমন স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত, যাহাতে গৃহের চারিদিকের বাতাস পরিষ্কার থাকিতে পারে। দূষিত বায়ু সেবনে নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হয়, এবং অজ্ঞাতসারে তিল তিল

করিয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এজন্য গৃহের নিকটস্থ স্থান সকল অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধপূর্ণ হইতে দেওয়া কোন মতে বিধেয় নহে। বায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নবান থাকা উচিত।

তাহার পর প্রতি দিন প্রত্যেকেরই অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল বাহিরের বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য। পড়া শুনার সময় সর্ব্বদা গৃহে আবদ্ধ না থাকিয়া, বাহিরে কোন জনশূন্য স্থানে গিয়া পাঠাভ্যাস করিলে দুইটি উপকার পাওয়া যায়। একটি উপকার এই যে, মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করার অনুকূল স্থান বলিয়া, অল্পকাল মধ্যে অধিক পাঠ সমাপ্ত হয়। আর একটি উপকার এই যে, অনবরুদ্ধ স্থানের সুবিমল বায়ু সেবন করিয়া শরীরের স্ফুর্ত্তি সম্পাদন করিতে পারা যায়।

জল।

তাহার পর জল। বায়ু না হইলে এক মুহুর্ত্ত চলে না, এই জন্য বায়ু সর্ব্বত্র সুলভ, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলেও কিছুকাল সহ্য করিতে পারা যায়, এজন্য জল অপেক্ষাকৃত দুর্লভ। কিন্তু শরীর-রক্ষার

পক্ষে জল অবশ্য প্রয়োজনীয়, না হইলে চলে না। কোন না কোন প্রকারে জলপান ভিন্ন; শরীর-পোষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। যখন জল না হইলে চলিবে না, তখন পরিষ্কার জল পান করাই উচিত। কলিকাতা মহানগরীতে পরিষ্কার জলের আর অভাব নাই; তথায় পানীয় জল কলে পরিষ্কৃত হইয়া গৃহে গৃহে বিতরিত হইতেছে। কলের জল প্রচলিত হওয়া অবধি কলিকাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু পল্লীগ্রাম সমূহে যেখানে বৃহৎ জলাশয় বা স্রোতঃশালিনী নদী নাই, সেখানে পরিষ্কার জল পাওয়া বড় কঠিন। স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশানুসারে সর্ব্বত্রই পানীয় জল পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত। স্নান ও পান, দেহের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার এই দুইটি প্রধান উপায়। অনেক সময় স্নান করিয়া এরূপ অনুভব করা যায় যে, শরীর হইতে যেন একটা আভা বাহির হয়, শরীর যেন পবিত্র ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় এবং তখন মনের প্রসন্নতা ও তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। পানীয় জল অপরিষ্কার হইলে পরিপাক শক্তি নষ্ট হয় এবং উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মে। ক্ষুধার অভাব হইলে শরীর ক্রমে শীর্ণ হইতে থাকে ও জরাগ্রস্ত হয়।

এজন্য পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে সর্ব্বদা প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আহার।

তৎপরে আহার। বায়ু এবং জল অপেক্ষা আহার অধিক দুর্ম্মূল্য। আহার আয়োজন সাপেক্ষ, চেষ্টা না করিলে আহার মিলে না। যে ব্যক্তি আহারের জন্য কিছুই করিতে চায় না, তাহাকেও অন্ততঃ কোন ব্যক্তির দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিতে হইবে যে, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে, তাহাকে চারিটি অন্ন দিতে হইবে; অথবা বনের ফল মূল আহরণ করিয়া কিম্বা বন্য পশু বধ করিয়া তদ্দ্বারা উদর পূর্ণ করিতে হইবে। সুতরাং আহার অনায়াসলভ্য নহে। বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আহারের সংস্থান করিতে হয়, আহারের চেষ্টায় মানুষ ব্যস্ত হইয়া দৌড়াদৌড়ী করে বলিয়া আজ পৃথিবীর এত উন্নতি হইয়াছে। আহারের চেষ্টা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে সংসারের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছে। আহার না থাকিলে পৃথিবীর লোকসমূহগুলী নিশ্চেষ্ট হইত, কেহ কোন কার্য্যই করিত না; সুতরাং কোনপ্রকার উন্নতি সাধন করা

তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। আহার আছে বলিয়া জীবজগৎ নিরন্তর শ্রম করিতেছে, ক্ষুদ্র কীটানু হইতে প্রভূত-জ্ঞান-সম্পন্ন মানব, ইহাদের সকলেই শ্রমপটু, কর্ম্মক্ষম ও গতিশীল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! একটিবার স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে অবাক্ হইতে হয়।

এক্ষণে এই আহারের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতার উপর শরীরের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে। আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা একান্ত আবশ্যক। যখন ইচ্ছা তখন কতকগুলি খাদ্য উদরসাৎ করিলে নিয়ম ভঙ্গ হয়, এরূপ অনিয়মের দ্বারা শরীর অসুস্থ হয়। কোন্ কোন্ দ্রব্য শরীর-রক্ষা ও পুষ্টি সাধনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। আজ কালকার দিনে জীবিকা অপেক্ষাকৃত দুর্মূল্য হওয়াতে লোক সর্ব্বদাই ব্যস্ত। এত ব্যস্ত যে আহারের অবকাশও পায় না। অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে কতকগুলি আহারীয় সামগ্রী যতশীঘ্র সম্ভব গলাধঃকরণ করাতে প্রধানতঃ দুইটি অপকার হয়। প্রথমতঃ আহারে তৃপ্তি অনুভব হয় না, বহু পরিশ্রমসহকারে দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া প্রভূত ক্লেশ স্বীকার ও যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে রন্ধন করিয়া, শেষে আহারে তৃপ্তি অনুভব করিতে না পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ এরূপ আহারে সুস্থব্যক্তিরও পরিপাক শক্তি হ্রাস হয়। সুতরাং আহারের জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া উচিত। আহারের পর একটু বিশ্রাম করিতে পারিলে, আরও ভাল হয়। আহারের সময় কোন গুরুতর চিন্তার বিষয় মনে পোষণ করা উচিত নহে। কারণ পাকস্থলী ও মস্তিষ্ক এদুটি প্রধান যন্ত্র, এককালে এই দুইটির কার্য্য হওয়াতে শরীরের উপর অত্যধিক অত্যাচার হয়, এরূপ অবস্থায় স্বাস্থ্য নাশ হওয়া বিচিত্র নহে। এই সকল বিষয়ে যিনি যত অমনোযোগী, তাঁহাকে তত অধিক ক্লেশ পাইতে হয়। আহারের সময়ে আমোদ-জনক ও কৌতুকপ্রদ গল্পে যোগ দেওয়া মন্দ নহে। তাহাতে মনে স্ফূর্ত্তি এবং আহারে তৃপ্তি লাভ হয়।

ব্যায়াম।

জল, বায়ু ও খাদ্য সম্বন্ধে শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-গণের পরামর্শ ও উপদেশ মত চলাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এইপ্রকারে চলিলে, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমশঃ কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠিবে। মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, ফুসফুস প্রভৃতি দেহের ভিতরের যন্ত্র সকল

এবং হস্তপদ প্রভৃতি বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের উপ-যুক্ত পরিচালনের উপর দেহের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করে, এই সম্বন্ধে যিনি যে বিষয়ে যতটুকু উদাসীন, সেই পরিমাণে তাঁহার শরীরের সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সকল অঙ্গের পূর্ণ পরিচালনাদ্বারা শরীর যে প্রকার কর্ম্মঠ হয় এবং সর্ব্বদা সকল প্রকার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহারই নাম স্বাস্থ্য, তাহাই সুস্থতার প্রধান লক্ষণ। মানুষ সুস্থ হইয়াও সবল না হইতে পারে, কিন্তু সুস্থ থাকিলে, ক্রমে সে ব্যক্তি বল লাভ করিয়া বলিষ্ঠের করণীয় কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ বালক ও অল্প বয়স্ক যুবকগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, আহার করিয়া পরে সমস্ত দিন এক স্থানে একটি বিষয় চিন্তা করিয়া অথবা একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া সময়াতিপাত করিলে, শরীরের উপযুক্ত বিকাশ ও উন্নতি হয় না, প্রত্যুত ক্ষুধা মান্দ্য ও পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত হওয়াতে স্বাস্থ্য নাশ হইয়া থাকে। শরীরের শোণিত যথাবিধি সঞ্চালিত এবং পেশী সকলের দৃঢ়তা সম্পাদন, ব্যায়ামের উপর নির্ভর করে। প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া কিয়ৎকালের জন্য নির্ম্মল বায়ু সেবন করিলে কেমন স্ফূর্ত্তি অনুভব করা যায়!

হয় কিঞ্চিৎক্ষণের জন্য অনাবদ্ধ স্থানে ভ্রমণ কর, না হয় অন্য কোন সময়ে কিয়ৎক্ষণের জন্য কোন প্রকার ক্রীড়াতে যোগ দাও, না হয় একাকী অন্য কোন প্রকার ব্যায়াম কর। ইহার কোন একটি উপায় অবলম্বন করিলে, শরীর বেশ সবল ও দৃঢ় হইতে থাকিবে এবং সুস্থ শরীরে ব্যাপক কালের জন্য কোন প্রকার শ্রমকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে ক্লেশ বোধ হইবে না। স্বভাব এমনই নিয়মের অধীন যে ইহার অন্যথাচরণ করিতে না করিতে তাহার নির্দ্দিষ্ট দণ্ড ভোগ করিতে হয়। শীতল বাতাসে অনাবৃত কিম্বা অল্পাবৃত শরীরে গৃহের বাহির হইলে সর্দ্দি হইবে, যে কোন কারণে হউক, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলে জ্বর হইবে অথবা শিরঃপীড়া হইবে। আদুরে ছেলে নানা প্রকার অন্যায় কাজ করিয়া সন্তানবৎসলা জননীর নিকট অব্যাহতি পাইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কেহ কোন দিন বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পায় না। যে কার্য্যের যে ফল, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে, ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম। তবে তিনি নানা প্রকার পীড়ার নানাবিধ ঔষধ সৃষ্টি করিয়া তাঁহার দয়া গুণের অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন; নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহার ফলভোগ

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মনের উৎকর্ষ-সাধন।

একাল পর্য্যন্ত পুস্তক পাঠই জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রধান সাধন বলিয়া লোকের মনে সংস্কার আছে। পুস্তক পাঠদ্বারা জ্ঞানলাভের যে প্রভূত সাহায্য হয় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু পুস্তক পাঠকে একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করা অতি অন্যায় কাজ; কারণ বর্ণ-পরিচয়ের অনেক পূর্ব্বে বালক বালিকারা পিতামাতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতে হইতে জ্ঞানের পথে পদার্পণ করে। প্রাতঃসূর্য্যের সুবিমল কিরণকণা সকল যখন তাহাদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রাতঃসমীরণ-সঞ্চালিত কুসুমকাননে যখন তাহারা প্রথম দৃষ্টিপাত করে, কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুলের সুমধুর সঙ্গীতলহরি যখন তাহাদের কর্ণকুহরে প্রথম প্রবিষ্ট হয়, তানলয়সঙ্গত সুমিষ্ট গীত লহরিতে শিশুরা যখন প্রথম তৃপ্তি অনুভব করিতে শিখিয়া থাকে, জনক জননীর স্নেহচুম্বন ও সাদর-

সম্ভাষণ যখন তাহাদের চিত্তকে প্রথম বিগলিত করে, তাহাদের জীবনের সেই প্রাতঃকালে তাহাদের জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হয়। প্রতিপদের চন্দ্র যেমন কলায় কলায় বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হয়, শৈশবের জ্ঞানাঙ্কুরও সেইরূপ আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং শেষে পূর্ণজ্ঞানের আধার পরমেশ্বরের চরণপ্রান্তে প্রস্ফুটিত হইয়া সুন্দর শোভা ধারণ করে!

প্রকৃতি-চর্চ্চা।

যখন ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জ্ঞান লাভের পক্ষে বর্ণপরিচয় একমাত্র উপায় নহে এবং পুস্তক পাঠ, নানা উপায়ের মধ্যে একটি মাত্র, তখন জ্ঞানবান হইবার জন্য তোমরা গ্রন্থাদিকে অপরিহার্য্য উপায় বলিয়া মনে করিও না। জ্ঞানের বিস্তৃতির পক্ষে, জ্ঞানের গৌরব বৃদ্ধি করিতে,নানা দেশীয় উপাদেয় গ্রন্থসকল বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু বিধাতা কৃপা করিয়া জ্ঞানের যে অদ্ভুত মানচিত্র আমাদের সম্মুখে দিবারাত্রি বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, যে অনন্ত জ্ঞানের রাজ্য প্রসারিত

হইয়া রহিয়াছে, দিবানিশি দেখিলে এবং ভাবিলে যাহার শোভা ফুরায় না, সেই লোকশক্তি ও লোকচিন্তার অতীত অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যের যেখানে যাহা আছে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য পুস্তকাদি অতি অল্প সাহায্য করিতে পারে। যাহাহউক পুস্তক পাঠের আদর কোন অংশে হীন না করিয়া তোমাদিগকে এই বলিতে চাই যে, পরমেশ্বরের স্বহস্তরচিত প্রকৃতির ইতিহাস পাঠ করিতে এবং ইহার ভিতর মগ্ন হইয়া নানা তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে যত্নবান হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

মানচিত্র দেখিয়া বঙ্গোপসাগরের সে গাঢ় নীল জল, তাহার উত্তাল তরঙ্গ এবং তাহার অনুপম শোভা হৃদয়ঙ্গম হয় না। হিমালয়ের সে চিরতুষারাবৃত অত্যুচ্চ শৃঙ্গরাজির তপনকিরণ-বিধৌত মনোহর দৃশ্য, সে রজতমুকুটের বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না। ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থের অবস্থা, প্রকৃতি এবং তাহাকে ব্যবহারোপযোগী করিবার সদুপায় সকল পুস্তক পাঠ দ্বারা সুন্দররূপে অনুভূত হয় না। এরূপ ভাবে পড়িয়া শুনিয়া যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলা যায়। বিবিধ প্রকার বস্তু এবং ঘটনা বিষয়ক জ্ঞান সেই সেই বস্তু বা ঘটনাজাত

হইলে, তাহাকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যাইতে পারে। ভয়-বিপদসঙ্কুল অনন্ত পারাবারের সেই উত্তাল তরঙ্গোপরি অর্ণবপোত আরোহণপূর্ব্বক অগ্রসর হইলে, অন্তরে যে অননুভূতপূর্ব্ব নূতন জ্ঞানের সঞ্চার হয়, অনন্ত তুষারাবৃত অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরে অধিরোহণপূর্ব্বক পদতলে সৌদামিনীসহ মেঘমালার সঞ্চরণ স্বচক্ষে দর্শন করিলে, মনে যে অপূর্ব্ব ভাবপূর্ণ নূতন জ্ঞানের উদয় হয়, নানা প্রকার খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে যে অদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইতেছে, তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যায়। এইরূপ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, কারণ কখনও কাহারও কথায় এ জ্ঞান বিচলিত হয় না। প্রকৃতি-চর্চ্চা যে কেবল বিবিধ প্রকার সুন্দর বস্তুর সংবাদ তোমাদের নিকট উপস্থিত করে, তাহা নহে, ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রধান উপকার এই হয় যে তোমাদের চক্ষু সকল বস্তুকে সুন্দররূপে দেখিতে শিক্ষা করে। তোমরা উন্মীলিতনেত্রে নানা স্থানে গমন কর সত্য, কিন্তু ঘোর পরিতাপের বিষয় এই যে, তোমরা তোমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তু সকলের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে প্রয়াস পাও না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তোমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রকৃত পরিচালনা হয় না এবং

সেই জন্যই পুস্তকপাঠ জ্ঞানলাভের একমাত্র পন্থা হইয়া রহিয়াছে।

প্রাণি-তত্ত্ব।

তোমরা হয়ত মনে করিতে পার, প্রকৃতিচর্চ্চা দ্বারা সুশিক্ষা লাভের অনেক ব্যাঘাত হইতে পারে; বহুবিধ প্রকারের পদার্থ সকল এককালীন তোমাদের নেত্রপথে নিপতিত হয়, তাহাদের পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, জাতীয়তা নাই, একটির অপরটির সহিত কোন প্রকার সৌসাদৃশ্যও নাই; এরূপ বিবিধ শ্রেণীর বস্তুসকল এককালীন তোমাদের মন আকৃষ্ট করিলে, তোমাদের শিক্ষা লাভের সুবিধা হয় না। কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যে অসংখ্য প্রকারের বস্তু বিদ্যমান দেখা যায়, তাহার শ্রেণী বিভাগ আছে। সেই শ্রেণী বিভাগ অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারা যায়। সংসারের যাবতীয় পদার্থ প্রধান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ। চেতনকে আবার অনেক গুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। চেতন প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত, পুরুষ এবং স্ত্রী। সকল

শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে এই দুই বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর এই প্রাণিরাজ্যে বিবিধ শ্রেণী বিদ্যমান রহিয়াছে। কীটাণু হইতে আরম্ভ করিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য পর্য্যন্ত যে কত প্রকার শ্রেণী হইতে পারে তাহার সংখ্যা হয় না। ভূচর, জলচর, খেচর প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিভাগ সকলের মধ্যে অসংখ্য উপবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মৎস্য, সরীসৃপ প্রভৃতি, যেকোন জাতীয় জীবের বিষয় বিশেষ ভাবে শিক্ষা করিবার সুব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সমগ্র মানবজাতির বিবিধ বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, তাহাদের আচার ব্যবহার, তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম, তাহাদের রাজনীতি ও সামাজিক-শৃঙ্খলাবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য পৃথিবীর নানা স্থান পর্য্যটন ও পরিদর্শন করা আবশ্যক। এতাদৃশ জ্ঞান লাভের তৃষ্ণা মানুষকে বাস্তবিকই দেশ দেশান্তরে লইয়া যায়। মানুষ এই জ্ঞান-তৃষ্ণা দ্বারা চালিত হইয়া সমগ্র ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছে এবং তন্নিবন্ধন এক দেশ অন্য দেশের এবং এক জাতি অন্য জাতির বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির এরূপ মিলনে দেশ বিশেষের কিছু কিছু ক্ষতি হইলেও, সাধারণ

ভাবে জন সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয় এবং যতই এরূপ সম্মিলন বৃদ্ধি হইবে, ততই সংসারের নানা প্রকার হিতসাধিত হইবে। মানবজাতির জাতীয় জীবন আলোচনায়, এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব অতি সুন্দররূপে জানিতে পারা যায়।

উদ্ভিদ্-তত্ত্ব।

এক উদ্ভিদ্ তত্ত্ব অনন্ত দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। নানাবিধ বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল নানা প্রকার গুণসম্পন্ন হইয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। অম্ল, মধুর, তিক্ত, কটু, কষায় প্রভৃতি বিবিধরসের আধার হইয়া মানবের প্রয়োজনোপযোগী কার্য্য সকল সাধন করিতেছে। দর্শনোপযোগী চক্ষু লইয়া এ সকল তত্ত্ব অবগত হইতে গেলে যে, কেবল আপনাদের চিত্তরঞ্জন হয়, তাহা নহে, কেবল যে নিজ নিজ জ্ঞানভাণ্ডার নানা তত্ত্বে পরিপূর্ণ হয়, তাহা নহে, সংসারের অশেষ কল্যাণ সাধনের সদুপায় সকলও আবিষ্কৃত হয়। করুণাময় পরমেশ্বর কৃপা করিয়া ইহাদের এক একটিকে তোমাদের পরম বন্ধুর কার্য্য করিবার শক্তি দিয়াছেন ।

জড়-তত্ত্ব।

তৎপরে অচেতন পদার্থ সকল যে কত প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, তাহার সংখ্যা হয় না। বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের আবাসভূমি এই ভূমণ্ডল কিরূপ অবস্থায় ছিল এবং কিরূপেই বা ইহা এরূপ চিত্তবিনোদন আকার ধারণ করিল; শত শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের সময়ে কোন্ কোন্ দেশ ছিল এবং কোথা হইতে কোন্ জাতি কোন্ দেশে গমন করিয়াছিল, ইহার প্রকৃত তত্ত্ব যতই তোমরা জানিতে পারিবে; সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোন্ কোন্ জীব ছিল না, আবার কোন্ কোন্ জীব ছিল, এখন নাই; এ সকল সংবাদ যতই তোমাদের জ্ঞানগোচর হইবে; ভূগর্ভস্থ নানা প্রকার পদার্থ কিরূপে প্রস্তুত হইয়া কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব যতই তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকিবে; এই মহাসাগর ও মহাদেশসকল এবং এই অসংখ্য প্রাণিপুঞ্জের মহামেলাপূর্ণ পৃথিবী কিপ্রকারে অনন্ত আকাশে অহরহ পরিভ্রমণ করত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং সেই সূত্রে সংঘটিত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতু নিচয়ের সমাগম ও তিরোধান যতই তোমা-

দের জ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃত করিয়া দিবে, ততই তোমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইবে এবং বুঝিতে পারিবে পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তোমাদের জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহার রচনা-কৌশলপূর্ণ সৃষ্টি রাজ্যের এক একটি দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছেন। এ সকল বিষয় বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে যত অনুধ্যান করিবে, তোমাদের মনে আপনা আপনি এক চমৎকার ভাবের উদয় হইবে এবং এই জ্ঞান-সাগরে ডুবিতে ডুবিতে তোমরা পরমদেবতা পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের আভাস পাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভরে তাঁহা-রই চরণে প্রণত হইবে।

জ্ঞান-তৃষ্ণা।

অতি অল্প বয়স হইতে বালক বালিকারা চিন্তা করিতে শিখিয়া থাকে এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থই তাহার চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিয়া থাকে। চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ, ইহাদের যেকোন বিভাগের যেকোন জাতির যেকোন শ্রেণীবিষয়ে জ্ঞান লাভের ইচ্ছার উদয় হয়, তাহার আলোচনা ও তত্ত্ব সংগ্রহের সদুপায় অবলম্বন সহজেই করা যাইতে পারে। কোন

বস্তু দেখিবার, দেখিয়া বুঝিবার, বুঝিয়া তাহার সহিত অন্য বস্তুর তুলনা করিবার শক্তি অর্জ্জন করাই শিক্ষালোলুপ ছাত্রদের পক্ষে সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। এই পথ অবলম্বন করিয়া একবার চিন্তা করিবার সুযোগ পাইলে এবং ইহা অভ্যস্ত হইলে, চিন্তাশক্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। কোন্ বস্তু কোন্ জাতীয় এবং কোন্ পদার্থ কোথায় জন্মে; কেবল এই জ্ঞান লাভ করা বালক বালিকাদিগের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সেই বস্তু কি কি অবস্থায়, আমাদের কোন্ প্রকার কার্য্য সাধন করে এবং কি উপায়ে তাহাকে আমাদের কার্য্যোপযোগী করা যায়, সেইসকল তত্ত্বই ছাত্রদের বিশেষ ভাবে জ্ঞাতব্য। কয়লার খনিতে ও পর্ব্বতশিখরে অসংখ্য প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে, হীরকখণ্ডসকল অপরিচ্ছন্ন ভাবে লুক্কায়িত আছে, তীক্ষ্ণধার জলস্রোতের সহিত কত স্বর্ণকণা সাগরাভিমুখে চলিয়াছে এবং রত্নাকরতলে অগণ্য মুক্তারাজি নীরবে নিদ্রা যাইতেছে সত্য; কিন্তু এই সকল দ্রব্যকে আহরণ করা এবং তৎপরে তাহাদিগকে নানাপ্রকার কার্য্যের উপযোগী করিয়া লওয়া জ্ঞান-সাপেক্ষ; নানাপ্রকার বৃক্ষলতা ও গুল্ম হইতে যে আমাদের শরীররক্ষার উপযোগী খাদ্য ও ঔষধ সংগৃহীত হইতে পারে, তাহাও জ্ঞান সাপেক্ষ ; নানাবিধ বস্তু হইতে অল্প

সময় মধ্যে অল্পপরিশ্রমে আমাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাও জ্ঞান সাপেক্ষ; কি উপায় অবলম্বন করিলে মানুষ মানুষের দোষভাগ বর্জ্জনপূর্ব্বক গুণভাগ গ্রহণ করিতে পারে, মানুষকে আপনার করিয়া তাহার এবং নিজের নানা প্রকার হিতসাধন করিতে পারে এ সকলই জ্ঞান এবং চিন্তা সাপেক্ষ; অতএব জ্ঞানবান ও চিন্তাশীল লোক হইবার প্রথম সোপান জ্ঞান-তৃষ্ণা।

জ্ঞান-সাধন।

অতৃপ্ত জ্ঞানলালসার দ্বারা পরিচালিত হইয়া মহাত্মা স্যর আইজক নিউটন নিত্য নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া গভীর আনন্দ অনুভব করিতেন এবং এই রূপে নানাবিধ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার সে জ্ঞানের গভীর তৃষ্ণা তখনই মিটিত না। জ্ঞানের অনন্ত পারাবারকে সম্মুখে স্মরণ করিয়া বলিতেন:—আমি জ্ঞান-সাগরেরতীরে উপলখণ্ড-সকল আহরণ করিতেছি। জ্ঞানলাভের তৃষ্ণা প্রবল হইলে মানুষ উন্মত্ত হইয়া উঠে, সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত

আর্কমিডিস্ ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। ইনি যখন কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়বিশেষের মূল সত্য আবিষ্কার করিলেন, তখন আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে উলঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাত্মা সক্রেটিস্ জ্ঞান-সাগরের গভীর জলে মগ্ন হইয়াছিলেন বলিয়াই আপনার প্রাধান্য ও মহত্ত্ব ভুলিয়া সর্ব্বদা বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বলিতেন ঃ—হাঁ আমি বাস্তবিকই পণ্ডিত লোক, কারণ অন্য লোক কোন বিষয় না বুঝিয়াও ভাবে, সে বুঝিয়াছে, সে বড় বুদ্ধিমান; আর আমি বুঝিয়াছি যে আমার জানিবার ও বুঝিবার শক্তি বড় অল্প, আমি কিছুই বুঝি না এবং কিছুই জানি না। কেমন বিনয়! ইহার কারণ এই যে, প্রকৃত জ্ঞানী জন বুঝিতে পারেন অনন্ত জ্ঞানের আধার পরমেশ্বরের নিকট মানবের ক্ষুদ্র জ্ঞানকণা পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। মহাত্মা সক্রেটিস্ এইমহাসত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডলে নিরন্তর বিনয়ের স্নিগ্ধ জ্যোতি প্রতিভাত হইত। জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটন কর, নিত্য নূতন জ্ঞানে তোমার চিত্তবিনোদন হইবে। আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞানপরমাণু পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের ক্রোড়ে চিরশায়িত রহিয়াছে, এ কারণ বিধাতার জ্ঞানের রাজ্যে যেরূপ সুন্দর শৃঙ্খলা

দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের ক্ষুদ্র প্রান্তরেও সেইরূপ বিভাগ ও পারিপাট্য দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্ঞান-চর্চ্চার ফল।

জানাই জ্ঞানের প্রথম কার্য্য। অভিজ্ঞতাই জ্ঞানালোচনার প্রথম ফল। জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বিচারশক্তি প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। মন্দ হইতে ভালকে পৃথক্ করা এবং বিচারপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করা, কোন্ বস্তু কি প্রকারে কোন্ কার্য্য সাধন করে, তাহার তত্ত্বনির্ণয় করা জ্ঞানের পরবর্ত্তী কার্য্য, ইহাতেই বুদ্ধির উজ্জ্বলতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে, ইহাতেই চিন্তাশীলতার সূত্রপাত হয়। বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রথম ও প্রধান লক্ষণ বিচার-নিপুণতা। ইংলণ্ডীয় দার্শনিক পণ্ডিত জনষ্টুয়ার্ট-মিলের অতি শৈশবেই জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছিল, পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তিনি সুবিচার-প্রণালী-ক্রমে বিষয় সকল নির্ব্বাচন করিতে এবং অতি গুরুতর বিষয়-সকলে সুপ্রবীণ ব্যক্তির ন্যায় ব্যবস্থা দিতে পারিতেন! বলা বাহুল্য যে তাঁহার পিতা তাঁহার ভাবী শক্তি সামর্থ্যের

আভাস পাইয়া উপযুক্ত সময়ে তাঁহার সুশিক্ষা বিধানের সদুপায়সকল অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিদিনের জীবন-লীলাতে তাঁহার পিতার যত্ন ও স্নেহদৃষ্টি, সদুপদেশ ও সুপরামর্শ লাভ করিয়া এবং সে সকলের অনুসরণ করিয়াই তিনি জীবনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

জেমস্ ফার্গুসন্ নামে এক দরিদ্র মেষপালক, পিতার বিবেচনায়, লেখা পড়া শিখিবার উপযুক্ত বয়স হইবার পূর্ব্বেই, কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের পাঠের সময়ে, নিজের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে করিতে, পূর্ণমনোযোগ সহকারে দূর হইতে শ্রবণপূর্ব্বক সমগ্র পাঠ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন এবং অবকাশমত পুস্তক দেখিয়া সে গুলি শিক্ষা করিতেন। পিতার বিবেচনায় যখন ফার্গুসনের লেখা পড়া শিখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইল, তখন তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার বালক অনেক পূর্ব্বে বেশ সুন্দররূপে লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে। এই কৃষক সন্তান ফার্গুসন্ই উত্তরকালে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকাদি বিশেষ ভাবে আদৃত হইয়া থাকে।

বুদ্ধিমান্ বালক নিত্য নূতন বিষয় সকল শিক্ষা করিবার জন্য এইরূপ ব্যগ্র হইয়া থাকে এবং অতি অল্প বয়সে অতিমাত্র যত্নের সহিত এত অধিক শিক্ষা করে যে, সময়ে সময়ে তাহা চিন্তা করিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। এইরূপে অল্প বয়সে অল্প সময় মধ্যে অনেক অধিক শিক্ষা করিতে হইলে, আগ্রহ এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন। যত্ন এবং অধ্যবসায় সহকারে যে, যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তখন দরিদ্রতানিবন্ধন প্রায় প্রতিদিনই একাহার, অল্পাহার বা অনাহারে এবং শয্যাভাবে দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইলেও, বিদ্যালয়ে তাঁহার শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালক ছিলেন, এই জন্যই আজ আমরা সকলে বিদ্যাসাগরের নামে এত গৌরবান্বিত হইয়াছি।

জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল হইলে মানুষ আর স্থির থাকিতে পারে না। বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক লোক সে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পরমেশ্বরের অপার করুণাগুণে লোক যতই জ্ঞান লাভ করিতে থাকে, নিত্য নূতন বিষয় জানিবার জন্য, নূতন

জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, লোকের মন ততই উৎসুক হইয়া উঠে। এই ঔৎসুক্য যাঁহার যত প্রবল, এ সংসারে তিনিই তত উন্নত।

কবিত্ব-শক্তি।

জ্ঞানের পথে বিশিষ্টরূপে অগ্রসর হইতে হইলে, বিশেষ ভাবে চিন্তাশক্তিকে প্রস্ফুটিত করিতে হইবে। কবিত্ব-প্রধান লোকই জ্ঞানের গভীর তত্ত্ব সকল আয়ত্ত করিতে এবং তদ্দ্বারা নিজের এবং জনসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হন। অধিকাংশ বিজ্ঞানবিৎ ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ কবিত্ব-প্রধান লোক। তাঁহাদের কবিত্ব-শক্তি তাঁহাদিগকে নানা বিষয়ে লইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে নানা ভাব আনিয়া দিয়াছে, তাঁহারা সেই সকল বিষয় ও ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুতর প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

মহর্ষি বাল্মীকি ও মহাভারতকার মহাত্মা ব্যাস ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল, তাঁহারা যে অমূল্য উপদেশ সকল তাঁহাদের অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত গ্রন্থদ্বয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা সর্ব্বত্র মিলে

না। প্রাতঃস্মরণীয় প্রভৃত জ্ঞানসম্পন্ন আর্য্যঋষিগণ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞান-পুষ্প কবিত্বের মলয়-হিল্লোলে পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। এবং তাঁহারা তাহার সাহায্যে মানবজীবনের অতি কঠিন সমস্যাসকলও মীমাংসা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ লোকই সেই সকল পুণ্যবান্ ঋষিগণের গভীর গবেষণার ফল ভোগ করিতে পান না, তাহার কারণ এই যে, এখনকার লোক সে সকল বিষয় অনুসন্ধান করা ক্লেশকর বোধে তাহা দূরে রাখিয়া দিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ মহাত্মাদের সকলেই উপরোক্তরূপ গুণলাভ করিয়াই জীবনে কৃত-কার্য্য হইয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রভূত কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে মহামহোপাধ্যায় আর্য্যভট্ট ও মিহির, সক্রেটিস এবং গ্যালিলিও, মহাত্মা শাক্যসিংহ ও শঙ্কর, কারলাইল এবং ইমার্সন ইহাঁদের সকলেই জ্ঞান-মঞ্চের উচ্চতর সোপানাবলী আরোহণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এবং আমাদের সম্মুখে জীবনের উচ্চতর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

অল্পাধিক পরিমাণে বালক বালিকা মাত্রেই কবিতা পাঠ করিতে এবং সুমিষ্ট সঙ্গীত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে

এবং একা একা তাহার আবৃত্তি করিতে ভাল বাসিয়া থাকে। সুতরাং লোকের প্রাণের সরস ভাব রক্ষা করিবার উপায়স্বরূপ তোমরা এই যে এক অমূল্য রত্ন কবিতা পাইয়াছ, ইহার চর্চ্চা ও পাঠ যতই তোমরা অনুভব করিবে, ততই তোমাদের সদ্ভাব সকল ফুটিতে থাকিবে।

বিজ্ঞান এবং দর্শন বিষয়ক শ্রমকর পাঠ যখন মনের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়ে, তখন কবিতা বড়ই তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকে। কবিতা, দৃশ্যচিত্র, সঙ্গীত ও অপরাপর শিল্পবিদ্যা ভাবের উৎকর্ষ সাধন করে।

ভাব ও ভাবুকতা।

এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যেকের জীবনে সংসাধিত হইবার পক্ষে প্রধান সহায় ভাব। ভাব মনোবৃত্তি সমূহের মধ্যে বিশেষভাবে প্রধান স্থান অধিকার না করিলেও কোন অংশে উপেক্ষার বিষয় নহে। একখানি বাটীতে বাসোপযোগী সকল প্রকার সুব্যবস্থা সত্ত্বেও তাহা শৃঙ্খলাভাবে মনোনীত হইবে না। কারণ শৃঙ্খলা ও

সৌন্দর্য্য বিশেষভাবে লোকের মন আকৃষ্ট করে। সৌন্দর্য্যের অনুভূতি আমাদের মনকে উন্নত করে। সকল বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর হওয়াই আমাদের জীবনের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্যের অনুভূতি ভাবের প্রধান অঙ্গ।

ভাব ও ভাবুকতাকে এক বস্তু করিলে, আমাদের অশেষ অমঙ্গল হইতে পারে। ভাবুকতা মনের সাময়িক একটা উচ্ছ্বাস মাত্র। ভাবুকতা উপরে উপরে ভাসিয়া থাকে, ভাব প্রাণের গভীরস্থান অধিকার করে। সুনির্ম্মিত অট্টালিকার উপরিস্থ ক্ষুদ্র লতা যেমন সামান্য তাড়নায় স্থানভ্রষ্ট হয়, ভাবুকতাও তদ্রূপ সামান্য কারণে শুষ্ক হইয়া যায়। আর অট্টালিকা চূর্ণ বিচূর্ণ হইলেও তদুপরিস্থ বদ্ধমূল অশ্বত্থবৃক্ষ যেমন মরে না, ভাব সেইরূপ মানব জীবনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া থাকে। সে মানুষ গত হইলেও, সে ভাব বিলুপ্ত হয় না, জীবিত থাকে। ভাব মানুষকে বড় করে, ভাবুকতা মানুষকে চঞ্চল করে, সুতরাং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে ভাবুকতা পরিহারপূর্ব্বক ভাবকে হৃদয়ে পোষণ করা উচিত। ভাব ব্যতিরেকে মানুষ কিছুই নহে; ভাবই মানুষের প্রধান সম্বল। ভাব না থাকিলে, মানুষের মন খুলে না, মন না খুলিলে, মন

না ফুটিলে, মানুষের মনে কবিত্ব-শক্তি বিকাশ পায় না। নানাবিধ জ্ঞান-চর্চ্চা ও সত্যানুসন্ধানে অনুরাগ জন্মে না। ভাব ছিল বলিয়া মহাত্মা চৈতন্য ভক্তপ্রধান, সর্ব্বপূজ্য। ভাব ছিল বলিয়া যিশুখৃষ্ট জগতের সমগ্র মানবমণ্ডলীর ভ্রাতৃত্ব অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই লোকসেবাকেই পরম সুখ বলিয়া মনে করিতেন। ভাব ছিল বলিয়া রুসো ফ্রান্সবাসিগণের কল্যাণেরজন্য জীবন উৎসর্গ করিরাছিলেন, ভাব ছিল বলিয়া আমেরিকায় থিওডোর পার্কার এবং ইংলণ্ডে উইলবারফোর্স ক্রীত-দাসগণের উদ্ধারসাধনে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভাব ছিল বলিয়া মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যথা-সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণকরিয়া এদেশের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভাব ছিল বলিয়া পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর দয়ারসাগরে পরিণত হইয়াছিলেন। ভাবের স্ফুরণে মানুষের সহ্যশক্তি বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা ভাবপ্রধান লোক তাঁহারাই লোক-হিতের জন্য সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিয়া থাকেন। এমন কি পরার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁহারা নিজের সর্ব্ব-নাশ করিতেও কুন্ঠিত হন না। পর সেবাতে আত্মোৎ-সর্গ করিয়া মৃত্যুভয়কেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

শ্রদ্ধা ও প্রীতি।

তোমাদের মধ্যে এমন একটি বৃত্তি আছে যাহার চরিতার্থতা লাভ করিতে হইলে, অন্য লোকের সদ্‌গুণ সকল বিশেষভাবে আলোচনা ও হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাকে শ্রদ্ধা বলে। যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোহর, যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু কল্যাণকর, তোমরা তাহার সমাদর করিবে। যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা, ভীষ্মের সাধু সঙ্কল্প, সৎসাহস ও বীরোচিত গুণাবলী, অর্জ্জুনের বাহুবল, ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম ও নিঃস্বার্থভাব, লক্ষণের অগ্রজানুরাগ এবং রামচন্দ্রের পিতৃ-ভক্তি, কর্ত্তব্যের দৃঢ়তা ও গুহকে আলিঙ্গন দান প্রভৃতি যাবতীয় সদনুষ্ঠানই তোমাদের সমাদর ও শ্রদ্ধার বিষয়। এই সকল এবং এইরূপ নানা ঘটনা আলোচনা করিয়া এবং এই সকল ঘটনাসংসৃষ্ট মহাজনদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া তোমরা যে কেবল তাঁহাদিগকে লোকের চক্ষে উচ্চ আসন প্রদান করিবে, তাহা নহে, এই সকল বিষয় অনুধ্যান করিতে করিতে তোমরা এই সকল ভাব লাভ করিয়া দিন দিন উন্নতি-পথে

অগ্রসর হইতে থাকিবে। এই জন্যই সর্ব্বদা লোকের দোষ-ভাগ বর্জ্জনপূর্ব্বক সদ্‌গুণ সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এইরূপ শ্রদ্ধাসহকারে পিতা মাতার অধীন হইয়া চলিলে, অকপট অনুরাগ-ভরে শিক্ষকের চরণতলে উপবেশন করিয়া বিনীতভাবে উপদেশ সকল গ্রহণ করিতে পারিলে এবং প্রীতি ও প্রসন্নতাসহকারে বন্ধুজনের সুপরামর্শের দ্বারা চালিত হইলে, তোমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে এবং তোমাদের সঙ্গলাভ করিয়া লোক পরমসুখ অনুভব করিবে। এই শ্রদ্ধা এবং প্রীতিবিহীন হৃদয়ে কোন সুশিক্ষাই স্থান পায় না। এই জন্য সর্ব্বদা শ্রদ্ধাবান্ হৃদয়ে সকল উপদেশ গ্রহণ করিতে যত্নবান হইবে।

স্মৃতি-শক্তি।

তৎপরে তোমরা যাহা কিছু পাঠ করিবে, যাহা কিছু গুরুজনের নিকট শ্রবণ করিবে, তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে যত্নবান্ হইবে। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিতে সর্ব্বপ্রযত্নে প্রয়াস পাওয়া উচিত। যে বিষয় স্মরণ করিয়া রাখিতে

হইবে, তাহা পূর্ণ মনযোগ সহকারে সুন্দররূপে চিন্তা করা বিধেয়। কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তু বা বিষয় এককালে মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কোনটিই স্মরণ থাকে না, সুতরাং এক সময়ে একটি বস্তু চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। বিভিন্ন শ্রেণীর এক একটি বিষয়ও ক্রমান্বয়ে চিন্তার বিষয় হইলেও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে, এজন্য শ্রেণীবিভাগ অনুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করা উচিত। অনেকের স্মৃতিশক্তি তত তীক্ষ্ণ নহে, এমন অবস্থায়ও সাময়িক উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাসকল কেহ কখনও ভুলে না। কোন বিষয় স্মরণ রাখিতে এবং সে বিষয় চিরদিনের মত নিজস্ব করিতে হইলে, যাহা এইরূপে আমাদের জ্ঞানের অন্তর্ভূত হইয়াছে, এইরূপ কোন চিন্তার সহিত তাহাকে গ্রথিত করিতে হয়। স্মৃতিশক্তিহীন লোক কোন কালে জীবনের পথে এক তিলও অগ্রসর হইতে পারে না। তোমরা হয়ত অনেক বিষয় পাঠ করিলে, অনেক কথা শ্রবণ করিলে, কিন্তু ধারণাশক্তির অভাবে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিলে না। এরূপ হইলে কোন দিন কিছুই করিতে পারিবে না মনুষ্যত্ব লাভের সকল প্রকার আয়োজন সত্তেও স্মৃতি-

শক্তির অভাবে মানুষ হইতে না পারা অপেক্ষা ঘোর পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? রাজা রামমোহন রায় অতি অদ্ভুত স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন। একদিন প্রাতে স্নানপূজাদি সমাপনান্তে সংস্কৃত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া বেলা আড়াই প্রহরের পূর্ব্বে পাঠ সমাপনপূর্ব্বক ও উক্ত গ্রন্থের আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া পরিশেষে আহারাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কতকাল পূর্ব্বে কোন্ ঘটনা কিরূপ ভাবে, সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা তিনি অতি সুন্দর-রূপে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিতেন। হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ জজ দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয় যখন বালক ছিলেন,বিদ্যালয়ের দৈনিক পাঠ তাঁহার একবারের অধিক দেখিতে হইত না। এত অল্প বয়সে এত অধিক উন্নতি করিয়া ছিলেন যে, একবার যখন তাঁহার উচ্চ শ্রেণীতে উঠিবার সময় উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার শিক্ষক তাঁহার বয়সের অল্পতানিবন্ধন উচ্চ শ্রেণীতে যাইতে দিবেন না, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন দ্বারকানাথ ক্রোধকম্পিত কলেবরে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে শিক্ষকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, এমন সময় কলেজের অধ্যক্ষ তথায় আসিলেন এবং সমস্ত শ্রবণ-

পূর্ব্বক বলিলেন, যে বালক সর্ব্বকনিষ্ঠ হইয়াও পরীক্ষাতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার বয়সের অল্পতাহেতু উচ্চ শ্রেণীতে যাওয়া বন্ধ হইতে পারে না। দ্বারকানাথ অবশ্যই উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারিবে।

পাঠের ফল।

বিশুদ্ধ সাহিত্য পাঠ দ্বারা মনের জড়তা ও আবিলভাব দূর হয়, বসন্তকালের সুবিমল মলয়-হিল্লোল যেমন শীতের বিশুষ্কভাব হরণ করে, সমগ্র প্রকৃতিকে জাগাইয়া তুলে, বৃক্ষ লতা সকল নূতন ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া নূতন শ্রীধারণ করে, সাহিত্যের সরসভাব, লালিত্য ও মধুরতাপূর্ণ অলঙ্কারের কোমল নিক্কণও তদ্রূপ চিত্তবৃত্তি সকলের চেতনা সম্পাদন করিয়া অন্তরে অপূর্ব্ব আনন্দরসের সঞ্চার করে। এই জন্যই ভাষা শিক্ষার এত আদর। তোমরা সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে বিশুদ্ধ ভাষা আয়ত্ত করিতে এবং তদ্দ্বারা নিজ নিজ রুচি এবং ভাবকে উন্নত করিতে প্রয়াস পাইবে।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান এবং দর্শন বিষয়ক তত্ত্ব সকল অবগত হইবার আকিঞ্চন তত দেখিতে পাওয়া

যায় না। পুরাকালে আমাদের দেশে এই দুই বিষয়ের বিবিধ তত্ত্ব আলোচিত ও আবিষ্কৃত হইয়া ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের দেশীয় শাস্ত্রকর্ত্তাদের প্রত্যেকেই দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। লোকশৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক তত্ত্ব সকল বুঝাইবার জন্য তাঁহারা যে সকল বিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সকল নিয়মাবলী দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

উজ্জয়িনী-অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য একাধারে সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও জ্যোতিষ প্রভৃতি, লোকের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়সকলের প্রত্যেকটিতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। মানবের শিক্ষা করিবার বিষয় সকলের এমন কোন অংশ ছিল না, যাহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তিনি জ্ঞানচর্চ্চার প্রবল স্রোতঃ প্রবাহিত করিবার জন্য এবং লোক সাধারণকে সে সকল বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য নবরত্নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, নবরত্নের এক এক জনকে এক একটি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে রত্নসদৃশ করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। তাঁহার নবরত্নের প্রধান রত্ন মহাকবি কালিদাস শকুন্তলা প্রণয়ন করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। যে নবরত্ন নবগ্রহের ন্যায়

উদয় হইয়া পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ-দরবারের শোভা বর্দ্ধন করিতেন, তাঁহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া নানা তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন বলিয়া, আজ পাশ্চত্য জাতিসমূহের নিকট আমাদের এত গৌরব ও আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

বিজ্ঞান, দর্শন ও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানচর্চ্চা এক্ষণে কিয়ৎপরিমাণে সহজসাধ্য হইয়াছে বলিয়া বোধহয়। তোমরা ক্রমশঃ এই সকল বিষয়ে মনোযোগী হও ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। বিজ্ঞানবলে মানুষ কত আশ্চর্য্য কার্য্যসকল সাধন করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। অগ্নি ও জলের সাহায্যে মানুষ সমগ্র ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছে। আকাশে বেলুন-যন্ত্র, সমুদ্রে বাষ্পীয়-পোত এবং স্থলপথে বাষ্পীয়-রথ মানব জ্ঞানের অপূর্ব্ব বিকাশ প্রকাশ করিতেছে। বিজ্ঞানবলে আকাশের বিদ্যুৎ মানবের নানা প্রকার সুখ ও সমৃদ্ধি সাধনে নিযুক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞান প্রভাবে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থনিচয় মানবের সুখ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতে নিয়োজিত হইয়াছে। অন্যদিকে দর্শন শাস্ত্র মানব জীবনের কুটপ্রশ্ন সকলের যথাযথ মীমাংসা

দ্বারা, লোকের সংশয় সকল অপনয়ন করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে লোকদিগকে উৎসাহ দিতেছে। আবার জ্যোতিষ-শাস্ত্র অদৃশ্য ও অজ্ঞাত আকাশ-রাজ্যের বিবিধ তত্ত্ব আমাদের জ্ঞানগোচর করিয়া দিতেছে। পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে সম্বৎসরে যে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতেছে, পৃথিবীর ছায়া পড়িয়া সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে এবং অন্যান্য গ্রহগণ সৌরজগতের নানাস্থানে অবস্থিত থাকিয়া বিধাতার আদেশ পালন করিতেছে। ইহা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সাহায্যেই জানিতে পারা যায়।

ইতিহাস পাঠ দ্বারা বর্ত্তমান ও পূর্ব্বতন কালের লোকদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি এবং কীর্ত্তিকলাপ অবগত হইতে হইতে হৃদয়ে হর্ষ-বিষাদসমন্বিত এক অপূর্ব্বভাবের আবির্ভাব হয়। এক শ্রেণীর লোক অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও অসহায় লোকমণ্ডলীকে পদে দলন করিয়া কিরূপে সংসারে দুঃখ ও দুর্দ্দশার স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়াছে, ইহা অবগত হইয়া যেমন এক দিকে অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসিয়া যায়, অন্যদিকে আবার একদল লোক অসংখ্য বিপন্ন ও মৃতপ্রায় লোক-মণ্ডলীকে কিরূপে অজ্ঞতা, অনাচার ও অত্যাচারের হস্ত

হইতে উদ্ধার করিয়া উন্নতির উচ্চতম পদবীতে আরোহণ করিতে সহায়তা করিয়াছে, জানিতে পারিয়া গভীর আনন্দ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়। ইতিহাস পাঠ দ্বারা এইরূপ বিবিধ তত্ত্ব অবগত হইয়া তোমরা জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে, সূক্ষ্মদর্শনসহকারে কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হইবে।

জীবন-চরিত পাঠ দ্বারাও প্রভূত জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। জীবন-চরিতে ব্যক্তি বিশেষের উন্নতি, অবনতি, সংগ্রাম ও জয় পরাজয়ের নিগূঢ় তত্ত্বসকল অবগত হইতে পারা যায়, নিরন্ন দরিদ্রসন্তান বিদ্যাসাগর কি করিয়া সম্মান ও সম্পদের উচ্চশিখরে আরোহণ করিলেন, অসহায় কৃষকবালক গারফিল্ড কি করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইলেন, এবং কি জন্য তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমগ্র সভ্যজগত শোকের চিহ্ন ধারণ করিল, ইহা জীবন-চরিত পাঠ দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

কি গুণের বশবর্ত্তী হইয়া মহাত্মা জন হাউয়ার্ড, পরিত্যক্ত, চিরনিন্দিত, হতভাগ্য কারাবাসীগণের দুর্দ্দশা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। দীনদরিদ্র রামদুলাল, সাধুতার পথে বিচরণ করিতে করিতে কেমন

করিয়া লক্ষপতি হইয়াছিলেন, জীবন-চরিত পাঠ দ্বারা সে সংবাদ বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়।

পিতৃমাতৃহীন অনাথবালক রমানাথ সেন কবিরাজ কেমন করিয়া দারিদ্র্যের ভীষণতাড়নায় ভীত না হইয়া, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-সহকারে আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং শত শত প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনাসকলের মধ্যে, তিনি পরোপকার, লোকসেবা ও নিরন্ন ছাত্রমণ্ডলীর শিক্ষালাভে সহায়তার যে অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা জীবন-চরিত পাঠ দ্বারা তোমরা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিবে। সুতরাং জীবন-চরিত পাঠ তোমাদের ক্ষুদ্র-জীবনের অশেষ উন্নতির সোপানস্বরূপ জানিয়া যত্ন-সহকারে তাহার অধ্যয়নে নিবিষ্টচিত্ত হইবে।

সাহিত্য এবং বিজ্ঞান, কাব্য এবং দর্শন ইতিহাস এবং জীবন-চরিত ইহাদের সকল গুলিই তোমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়। শিক্ষা লাভের সুবিধার জন্য শিক্ষার বিষয় সকল এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যিনি যে কোন বিষয়ে অনুরাগী হউন না কেন, সকলেরই জন্য শিক্ষার একটি সাধারণ সীমা থাকা আবশ্যক, যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য হইবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কেত।

তৎপরে সাধারণ ভাবে কতকগুলি উপায় নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, যাহা অবলম্বন করিলে, বুদ্ধিবৃত্তি সকল অতি সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে।

সুন্দর ভাব ও লালিত্যপূর্ণ শব্দ এবং পঙ্‌ক্তিসকল স্মরণ করিয়া রাখিতে এবং প্রয়োজন মতে তাহা-দিগকে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিবে। এরূপ অভ্যাস করিতে পারিলে, নানাবিধ ভাব প্রকাশের উপযোগী ভাষা তোমার আয়ত্ত হইতে থাকিবে এবং প্রয়োজন মত তাহা প্রয়োগ করিতে পারিলে, ক্রমে সুনিপুণ বক্তা ও সরস কবি হইতে সক্ষম হইবে।

পাঠের সময়ে যেখানে যতটুকু সময় লইলে, পাঠ সুশ্রাব্য হয়, যে স্থানে যে শব্দটি যে ভাবে উচ্চারণ করিলে, এবং যেরূপ স্বর হইলে, পাঠের স্বাভাবিকতা প্রকাশ পায় তাহা শিক্ষা করা আবশ্যক। কেহ তোমার পাঠ শুনিলে যেন বুঝিতে পারে, তুমি পঠিতবিষয়ের সমস্ত বুঝিতে পারিতেছ।

কোন বিষয়ের আলোচনায় যখন প্রবৃত্ত হইবে, তখন

যত প্রকারে সে বিষয়টি ভাবা যায়, তাহা চিন্তা করা উচিত। যিনি যে প্রকারে তাহার আলোচনা করিতে পারেন, তাহা সমস্তই মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করা এবং তাহা হইতে গ্রহণোপযোগী বিষয়সকল আত্মসাৎ করিতে প্রয়াস পাওয়া তোমাদের উচিত। ইহাতে তোমাদের দুইটি প্রধান উপকার হইবে; একটি এই যে তোমাদের নিজ নিজ পোষিত মত বা অর্জ্জিত জ্ঞানের বিরোধী ভাব বা মত শ্রবণ করিতে যে ধীর-তার প্রয়োজন, তাহার অভ্যাস হইবে এবং অপর দিকে তোমার জ্ঞানগণ্ডির বাহিরে যে সকল জ্ঞানকণা বিক্ষিপ্ত আছে, তাহা একত্রে পাইয়া তদ্দ্বারা নিজের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতে, আত্মোন্নতি সাধন করিতে সুযোগ পাইবে।

যখন কোন বিষয় শুনিতে বা বলিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তাহা কোন একটি উপযোগী উদাহরণ দ্বারা জানিতে বা বলিতে চেষ্টা করিবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয় সকল যেমন পরিষ্কার হয়, যেমন হৃদয়ঙ্গম হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না।

কোন বিষয় কেবল পাঠ করিলেই যে বিশেষ কিছু উপকার হয় তাহা নহে। পঠিত বিষয়ের মূলে

অবতরণ করিয়া তাহার অন্তঃস্তল পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক, তাহাতে এমন কিছু আছে কি না, যাহাতে তোমাদের নিজেদের বা অপরের কোন উপকার হইতে পারে কি না। এরূপ করিলে চিন্তা করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইবে।

যখন কোথাও কোন বিষয় দেখিতে যাইবে তখন একটি বিষয়ে তোমাদের বিশেষ ভাবে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। যাহা দেখিবে তাহা সম্পূর্ণরূপে দেখিবে। দেখিলে, সময় ব্যয় করিলে, অথচ দেখার মত দেখা হইল না, যাহা দেখিলে, তাহা স্মরণ রহিল না, কাহাকেও বলিতে হইলে, অনেক কষ্টে কেবল দুই একটি কথা বলিলে; ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় হইলেও, এরূপ ঘটনা বিরল নহে। মনে কর একখানি ছবি দেখিতেছ, সেখানি একখানি দৃশ্যপট। সমুদ্রতটে একটি পর্ব্বতপ্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সাগরক্রোড়ে সান্ধ্য-রবির অবগাহন অবলোকন করিতেছ। তোমরা এ দৃশ্যে কি কি দেখিবে? দেখিতে হইলে, গভীর নীলাম্বু-বক্ষেঃ আরক্তিম সূর্য্যকিরণ সকল নিপতিত হইয়া যে বাড়বানলের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার অনুপম শোভা সন্দর্শন করিতে হয়। শত শত লহরিলীলায় শত সূর্য্য

প্রকাশিত হইয়া যেন অসংখ্য সৌরজগতের সংবাদ আনিয়া দিতেছে, তাহাও অনুভব করিতে হয়। পরিশ্রান্ত দিনমণির ম্লান মুখে ধীরে ধীরে অবতরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে যেন ঘন তমসার সমাগম দর্শন করিতে হয়। উপকূলস্থ ভূধরক্রোড়ে যামঘোষ রজনীসমাগম সংবাদ প্রচার করিলেও এবং অন্যান্য নিশাচর জীবজন্তু বিহার-মানসে স্ব স্ব আবাস ত্যাগ করিলেও শৈলশিখরে যে আরক্তিম সূর্য্য-কিরণ-সম্ভূত কাঞ্চনকণাসকল ক্রীড়া করিতেছে, সে মধুর শোভা অবশ্যই পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। গোপালগণ স্ব স্ব পাল লইয়া সুমিষ্ট বালকণ্ঠে যে সঙ্গীত-লহরি তুলিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহার ভাব দৃশ্যপটের নিপুণতার অন্তরালে লুক্কায়িত অনুভব করিতে হয় এবং সে শোভনীয় চিত্রে তাহার শোভা কল্পনার চক্ষে দর্শন করিতে হয়। কৃষকেরা সমস্ত দিন শ্রম করিয়া ক্লান্তশরীরে ও সমুৎসুক চিত্তে গৃহাভিমুখে চলিয়াছে এবং তাহাদের পুত্র কন্যাগণ সমস্ত দিনের পর তাহাদিগকে গৃহে আসিতে দেখিয়া কেহ বা হর্ষোৎফুল্ল নয়নে, কেহ বা ভাইবোনে কলহ করিয়া বিষণ্ণ মুখে পিতার প্রতীক্ষায় গৃহের বাহিরে, কেহ বা আর একটু অগ্রসর হইয়া দণ্ডায়মান, এ দৃশ্যে অবশ্যই দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিবে। কৃষককন্যা ও বধূগণ পূর্ণকলস কক্ষে লইয়া প্রসন্ন মনে গৃহে চলিয়াছে, তাহাতে একবার দৃষ্টিপাত করিবে, আকাশে একটি একটি করিয়া নক্ষত্রফুল ফুটিতেছে, তাহাতেও তোমার চক্ষু একবার পড়িবে। একদিকের আকাশপ্রান্তে একটু ছোট মেঘ দেখা যাইতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিতে ভুলিবে না। এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যখন চিত্রখানি তুমি দেখিবে, তখন সে চিত্র আর কখন ভুলিতে পারিবে না, সে শোভা চিরদিন তোমার চিত্ত-পটে অঙ্কিত থাকিবে, এমন কি যেখানে, যে সময়ে, যাহার সঙ্গে একত্র হইয়া সে সকল দেখিয়াছ সেই সকল আনুষঙ্গিক বিষয় ও ঘটনা পর্য্যন্ত তোমার স্মৃতিকে চিরকালের জন্য অধিকার করিবে। সংক্ষেপে সময়ের সদ্ব্যয় এবং জীবনের সদ্ব্যবহার করিয়া এই রূপেই লোক আত্মোন্নতি সাধন করে।

শিক্ষার অন্তরায়।

যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে, যে সকল বিষয়ে [illegible]স্বভাবে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে, তোমরা জ্ঞানের সন্দর্শ[illegible] জীবনের উন্নতি-পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে

পারিবে, তাহা তোমাদিগকে বলা হইল, এক্ষণে যেসকল বিষয়ে অসাবধান হইলে, তোমাদের সকল আয়োজন বিফল হইবার সম্ভাবনা, সে বিষয়ে কয়েকটি কথা স্মরণ করিয়া রাখিবে এবং সে সকল কথা স্মরণ রাখিয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে চঞ্চলতা পরিহার করিবে। শিক্ষা-লাভ ও জ্ঞানোন্নতির এমন শত্রু আর নাই। যে বালক এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া বসিতে পারে না, কোন একটা কিছু না করিয়া থাকিতে পারে না, অশান্তভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করে এবং নানা প্রকারে নিজের ও অন্যের ক্ষতিবৃদ্ধি করিয়া থাকে, তাহারা কিছুই করিতে পারে না। সুতরাং যখন কোন বিষয় শিক্ষা করিতে বসিবে, তখন বেশ্ শান্তভাবে হস্তপদ সংযত করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে, জ্ঞাতব্যবিষয়ে মনোযোগ দিবে।

তৎপরে আর একটি প্রধান দোষ সচরাচর বালকদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, সেটি বহুভাষা। সময়া-সময়, স্থানাস্থান এবং ব্যক্তিবিশেষ বিচার না করিয়া, অনেক কথা কওয়া অতীব অন্যায় কাজ, সময় এবং স্থান বিবেচনা করিয়া এবং যাঁহাদের সহিত কথা কহিবে, তাঁহাদের পদমর্য্যাদা ও সম্বন্ধ স্মরণ রাখিয়া

ধীরে ধীরে কথা কহিবে। এমন ভাবে কথা কহিবে, যেন, তোমার কথায় বাচালতা প্রকাশ পায় না। যাঁহাদের সহিত কথা কহিবে তাঁহারা যেন তোমার কথার ভাবভঙ্গিতে অসন্তুষ্ট হন না, তোমার কথায় যেন তোমার হৃদয়ের অমায়িকতা প্রকাশ পায় এবং শ্রোতা যেন তোমার কথা শুনিয়া পরিতুষ্ট হন।

বিশেষ ভাবে সুশিক্ষা লাভ করিয়া উন্নতমনা লোক হইবার আর একটি প্রবল শত্রু আছে, তাহার হাতে মানুষ একবার পড়িলে, আর কখন কোন প্রকারে তাহার কল্যাণ নাই। ইহার নাম আত্ম-প্রাধান্য-পরায়ণতা। সকল অন্তরায়ের ঔষধ আছে, যত্ন ও চেষ্টা করিলে, অনেক প্রকার বাধা বিঘ্ন কাটিয়া যায়। চঞ্চলতা ও বহুভাষাদোষ পরিহার করা ক্লেশকর হইলেও, এ দোষ দূর হইতে পারে, কিন্তু দাম্ভিকতারূপ শত্রুর হস্তে একবার পড়িলে, আর পরিত্রাণ নাই। এজন্য তোমাদিগকে বলি যে জ্ঞানলাভ করিয়া, জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে হইতে, ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র লীলালহরি অবলোকন করিতে করিতে, পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি ও অনন্ত জ্ঞানের সমীপবর্ত্তী হইয়া, আপনার ক্ষুদ্রত্ব স্মরণ করিবে এবং বিনয় ও ধীরতা

সহকারে সংসারের পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে যত্নবান হইবে। দেখিও তোমাদিগের জ্ঞানের উত্তাপে, বিদ্যার গৌরবে এবং মান সম্ভ্রমের তাড়নায় ভীত হইয়া, কেহ যেন তোমাদিগকে ভয়াবহ সিংহভল্লুকসদৃশ মনে করিয়া, তোমাদের হইতে দূরে পলায়ন না করে।

বাঙ্গালার ইতিহাস ও অন্যান্য বহুগ্রন্থ প্রণেতা পরলোকগত পণ্ডিতবর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি দর্শন শাস্ত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা দিয়া বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষাদান এতই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তদানিন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী সভাপতি * শ্রীযুক্ত স্যর হেন্‌রী সমার মেইন † বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক প্রশংসাপত্র ও পারিতোষিক বিতরণের সময়ে পণ্ডিতবর রাজকৃষ্ণের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরীক্ষার কাগজপত্র এত সুন্দর হইয়াছে যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের পক্ষে সেরূপ পরীক্ষাদানও বিশেষ শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এমন সুবিদ্বান, মহাপণ্ডিত, সুপুরুষ রাজকৃষ্ণকে দেখিলে বোধ হইত যেন বিধাতা

---

* Vice chancellor. † Sir Heury Sommer Maiue.

স্বতন্ত্র তুলির দ্বারা সে মুখখানি চিত্র করিয়াছিলেন। অহঙ্কার বলিয়া একটা কিছু তিনি জানিতেন না, তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইত যেন বিনয় ও শান্তভাব দেহধারণ করিয়া সংসারে বিচরণ করিতেছে। তোমরা সর্ব্বদা যত্নসহকারে নিজ নিজ মন প্রাণকে এইরূপ বিনয়ের শান্তিজলে অবগাহন করাইবে।

এতদ্ভিন্ন আর একটি বিষয়ে বিশেষ ভাবে সাবধান হওয়া আবশ্যক। যখন যে কাজটি করা আবশ্যক, তাহা ঠিক সেই সময়েই করা উচিত। এই অভ্যাস না থাকায় সর্ব্বদাই আমাদের অনেকেরই সময়ের অপব্যয় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যখন যে কাজ করিতে হইবে তখন পূর্ণ মনোযোগ সহকারে সেই কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া বিধেয়, কারণ তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যে অতিসুন্দররূপে সে কার্য্য সম্পন্ন হইবে এবং সে কার্য্য ও ঘটনা চিরদিন স্মরণ থাকিবে। প্রাতে উঠিয়া রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দিনের কার্য্যের একটি নিয়ম থাকা আবশ্যক। কর্ম্মের সময় নিদ্রা, নিদ্রার সময়ে কর্ম্ম, ভ্রমণের সময়ে বিশ্রাম, বিশ্রামের সময়ে ভ্রমণ, এরূপ কার্য্য বিপর্য্যয় বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে নিন্দার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্ম ও নীতি।

এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহাতে তোমাদের শরীর এবং মন সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রকার কর্ত্তব্যের কথা বলা হইয়াছে। কি উপায় অবলম্বন করিলে শরীর সুস্থ থাকে এবং শারীরিক বল ও কার্য্যদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তাহার সদুপায় সকল যথাসম্ভব উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপরে মানসিক বৃত্তি সমূহের উৎকর্ষ সাধনের পন্থাসকল বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। কোন্ বৃত্তি, কি কি বস্তুর সাহায্যে, কি ভাবে কার্য্য করিলে, কিরূপ ফললাভ হয়, তাহাও বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু তোমাদের জানা উচিত যে ইহাই মানবজন্ম লাভের চরম উদ্দেশ্য নহে। শরীর এবং মন ইহাদের বিষয়ে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহাতে মানব-জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। যাহাতে নরের দেবত্ব লাভ হয়, যাহাতে মানবের পশুভাবসকলের উপর সাধুভাবসকল জয় লাভ

করে, যাহাতে মানুষ আপনাকে ভুলিয়া অপর দশজনের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে সক্ষম হয়, যে সকল সদ্গুণের সমাবেশ হইলে, নরনারী দেবতাপদবীবাচ্য হইয়া অমরত্ব লাভ করে, মানবজীবনের সে অংশ সম্বন্ধে এখনও কিছুই বলা হয় নাই। তোমাদের প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, জ্ঞানবান হওয়া এবং সৎ হওয়া এ দুইটি বিভিন্ন বিভাগের ব্যাপার এবং জ্ঞানবান হওয়া অপেক্ষা সৎ হওয়া অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন কার্য্য। কারণ জ্ঞানবান হওয়া পরিশ্রমসাপেক্ষ, আর সৎ হওয়া সাধন-সাপেক্ষ। পরিশ্রম অপেক্ষা সাধনে অনেক অধিক পরিমাণে সংযমের প্রয়োজন। জ্ঞানের দ্বারা আমরা সকলেই জানিয়াছি যে সকল অবস্থাতেই সত্যাচরণ করা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য, কোন প্রকার সাংসারিক ক্ষতি লাভ গণনা না করিয়া, কোন প্রকার মান অপমান বিচার না করিয়া, নিরপেক্ষ ভাবে সত্যের অনুসরণ করাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ ও পরম লাভ। কিন্তু এরূপ জ্ঞান লাভ করা এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করা এ দুই ভিন্ন বস্তু।

বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত।

পাইকপাড়া রাজপরিবারের পূর্ব্বপুরুষ সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবু যে দিন ধীবর-পত্নীর মুখে পারে যাইবার কথা শুনিয়া চমকিত হইয়াছিলেন, তীক্ষ্ণধার তীরের ন্যায়, তাঁহার প্রাণে, পারে যাইবার সংবাদ প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও সেই দিন তখনই পারের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সংসার-সুখের মোহনবীণা তাঁহাকে আর ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না। তিনি সেই দিন হইতে জীবনের অবশিষ্ট কাল, বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া, ধর্ম্ম কর্ম্মে, ঈশ্বরচিন্তায় ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। যে দিন তাঁহার জীবনে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যে জন্য তিনি বিশেষভাবে জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন, সেই দিনের সে ঘটনার পূর্ব্বে তিনি কি সংসার সুখের অসারতা বিষয়ে কখন কিছু শুনেন নাই? অবশ্য শুনিয়া থাকিবেন যে সংসার-সুখের সুমিষ্ট ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকা অপেক্ষা দৃঢ়ব্রত হইয়া ধর্ম্মের পথে বিচরণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই সত্য জানিতেন বলিয়া কেহ তাঁহার আদর করে নাই,

কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করিয়াই তিনি অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

সত্যবাদিতা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যৌবনের প্রারম্ভে যখন পিতৃহীন হন, তখন জানিতে পারিলেন যে তাঁহাদের এমন কতকগুলি পৈতৃক ঋণ আছে, যাহা পরিশোধ করিতে গেলে, সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করত ঋণ পরিশোধ করিয়া, তৎপর দিন হইতে সামান্য দরিদ্র লোকের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে; অপরদিকে আবার একটি মিথ্যা কথা বলিয়া ঋণ অস্বীকার করিলেই সমগ্র ঋণদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া সমস্ত সম্পত্তি পূর্ব্ববৎ ভোগ করিতে পারেন এবং ঐশ্বর্য্যের অবস্থার কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না। কিন্তু সত্যপ্রিয় সাধু দেবেন্দ্রনাথ, নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ন্যায় এবং সত্যের পথে দণ্ডায়মান হইতে, বিচারালয়ে সত্যকথা বলিয়া সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে, পর দিবস হইতে বৃক্ষতল আশ্রয় করিতে, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কিছুতেই তিনি সে প্রতিজ্ঞা হইতে একতিল বিচলিত

হইলেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, অনেকে নিজ নিজ পরিণাম চিন্তা করিয়া আকুল হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ দেবেন্দ্রনাথ সেই ঘোর পরীক্ষার দিনে পরমেশ্বরের দিকে তাকাইয়া, পরিবার পরিজনের অনন্ত দুঃখ কষ্টের কথা বিস্মৃত হইতে, সত্যের অনুরোধে, সুখ-সম্পদের পরিবর্ত্তে অনন্ত দুঃখের ডালি মাথায় তুলিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা, তাঁহার প্রিয়সন্তান দেবেন্দ্রনাথ সত্যাচরণ করিয়া এক কপর্দ্দকও ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন না। প্রথমতঃ বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে অনেক প্রকার সাংসারিক ক্লেশ ও দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নিজের সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতাগুণে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া পরিশেষে পূর্ব্ববৎ সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ করিতে পারিয়াছেন।

সহৃদয়তা।

পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ অধ্যবসায়গুণে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; যদি দশজনের ন্যায় তিনি সঞ্চয়শীল লোক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার গৃহে

কুবেরের ধন সঞ্চিত হইত। নিজের বাল্যজীবনের দুঃখ-কষ্ট স্মরণ করিয়া তিনি চিরদিনই পিতৃমাতৃহীন অসহায় বালকগণের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে তাঁহারঅর্জ্জিত ধনের অধিকাংশ ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহার পরলোকগমনের পর জানা গেল, তিনি নিজ সন্তানদের জন্য ধনসম্পত্তি অধিক কিছু রাখিয়া যান নাই। বাল্যকালে যেমন দরিদ্র ছিলেন, মৃত্যুকালেও সেইরূপ গরিব হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। দরিদ্রের অর্থপ্রাপ্তি ও দরিদ্রদের জন্য সেই অর্থের সদ্ব্যবহারের ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া যায়?

পরলোকগত বাবু শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয় একজন সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সহকারী কন্‌ট্রোলার জেনারেলের পদ প্রাপ্ত হন এবং বিশেষ দক্ষতা ও সম্মানের সহিত নিজের কর্ত্তব্যপালন করিয়া শেষ অবসর গ্রহণ করেন। তিনি এক সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতন পাইতেন। অবসর গ্রহণ করার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত এক সহস্র টাকা বেতনে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের পর জানা গেল যে তিনি পুত্রদের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। তিনি

অতি মিতব্যয়ী লোক হইয়াও, কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইলেন। শেষে অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল যে, তাঁহার এক সহোদর বাণিজ্যে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া শেষে অনেক সহস্র মুদ্রা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং তন্নিবন্ধন নানাপ্রকার সাংসারিক দুঃখ কষ্টও ভোগ করিতে বাধ্য হন। শ্যামাচরণ বাবু আজীবন অক্ষুণ্ণভাবে নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া ভ্রাতার ঋণ পরিশোধ করিয়া আসিতেছিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাদের সাংসারিক অসচ্ছলতার সমান অংশ গ্রহণ করিয়া ও তাঁহার সন্তানদের সুশিক্ষার ব্যয়-ভারবহন করিয়া পারিবারিক কর্ত্তব্য সাধনের অতি সুন্দর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি যে কেবল অর্থব্যয় করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন তাহা নহে। সর্ব্বদা প্রেম-প্রণোদিত হইয়া তিনি সহোদরের চিত্তবিনোদনের প্রয়াস পাইতেন। ভ্রাতার ও ভ্রাতার পরিবারবর্গের সুখ ও শান্তি বিধানার্থে তিনি সপরিবারে নানাপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাদের সম্মুখে ভ্রাতৃপ্রেম ও ত্যাগ স্বীকারের অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তোমরা সর্ব্বদা এই সকল সদ্দৃষ্টান্ত স্মরণ রাখিয়া তোমাদের জীবনকে গঠন করিতে যত্নবান হইবে। এতাদৃশ

সাধুভাব সকল তোমাদের হৃদয়ে স্থান পাইলে, উত্তর-কালে তোমাদের নিজ নিজ আচরণ দ্বারা সংসারে সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি করিয়া, আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে এবং আপামর সাধারণ সকল লোকের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়া কৃতার্থ হইবে।

প্রকৃত বড় লোক।

লালাবাবুর ন্যায় সাধুজনগণের ধর্ম্মতৃষ্ণা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় পুণ্যাত্মাদের সত্যানুরাগ, মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় সহৃদয়গণের আত্ম-সুখের বিনিময়ে পরোপকারসাধন এবং শ্যামাচরণের ন্যায় সংসারের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মহাত্মাদের স্বার্থত্যাগ ও নিজদের সুখের বিনিময়ে আত্মীয় স্বজনের সুখবর্দ্ধন এবং এইরূপ অসংখ্য সাধু মহাত্মাদের জীবনের সদ্দৃষ্টান্তসকল সমস্বরে বলিতেছে, এই সকল ঘটনার অন্তরালে মানবের উচ্চতর জীবনের সঙ্কেত দেখিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র শারীরিক সুস্থতা কিম্বা বিদ্যাবুদ্ধির প্রতিভা জীবনের এরূপ উচ্চতর আদর্শ দেখাইতে পারে না। সুতরাং এমন কিছু চাই, যাহাদ্বারা মানুষের নীতি ও ধর্ম্মভাব

প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ পায় এবং সাধুজনোচিত চরিত্র এবং জীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া পশুদের ন্যায় উদ্দেশ্য-বিহীন অথবা ইতর প্রকৃতির লোকদের ন্যায় উত্তেজনাপূর্ণ তামসিক জীবন যাপন করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা কেহ করে না। সাত্বিক জীবনলাভ করাই মানবের শ্রেষ্ঠ অধিকার। এবং সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া জীবন গঠন করিতে সচেষ্ট হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ নীতিও ধর্ম্মময় জীবনলাভ করিয়া কৃতার্থ হওয়াই আমাদের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য এবং তদনুরূপ প্রকৃতিও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি; কারণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহারাজ বিক্রমাদিত্য অপেক্ষা বুদ্ধদেবের নামে, মহারাজ বল্লাল সেন অপেক্ষা চৈতন্তের নামে, যে আমাদের প্রাণে কোটী কোটী গুণে অধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব উদয় হয়, ইহাই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।

অনেক কৃতবিদ্য গণ্যমান্য লোকের নামের চিহ্নও সংসারের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু ভক্তিমান্ পুণ্যাত্মা রামপ্রসাদ যে মধুর ভাবময় সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করিয়া বঙ্গভূমিকে উর্ব্বরা করিয়া গিয়াছেন, শত শত প্রকারের পরিবর্ত্তনপূর্ণকালের তীক্ষ্ণধার স্রোতঃও

তাহা ভাসাইয়া লইতে পারিবে না। চিরদিন তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া বঙ্গসন্তানদের হৃদয়ের ভাবের গাঢ়তা বর্দ্ধন করিবে। মানবের জীবন-স্রোতের ভীষণ আবর্ত্তের মধ্যে কত সুপরিচিত পণ্ডিত ও জ্ঞানী ডুবিয়া যাইবে, কিন্তু বিল্বমঙ্গল ও জগাই মাধাই প্রভৃতি নগণ্য লোকেরাও চিরজীবী হইবে।

এইরূপ ঘটনাবলী অনুধ্যান করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে সুস্থশরীর লাভ করিয়া প্রতিভার পরাক্রমে জনসমাজ কম্পান্বিত করিতে পারা বাঞ্ছনীয় হইলেও, প্রার্থনার বিষয় হইলেও, সৌভাগ্যের বিষয় হইলেও, কেবলমাত্র ইহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া, ইহারই জন্য আত্মবিক্রয় করা, ইহারই সেবায় জীবনক্ষয় করা মানবের ধর্ম্মবুদ্ধি ও নীতিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। তীক্ষ্ণ-তেজঃসম্পন্ন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য সহসা রাহুগ্রস্ত হইলে, সমস্ত সৌরজগৎ যেমন বিষাদময় ভাব ধারণ করে,প্রফুল্ল-প্রাণ, উৎসাহপূর্ণ ও উদ্যমশীল যুবকের জীবন চরিত্রহীন ও ধর্ম্মবিহীন হইয়া পড়িলে,সংসারের মুখও সেইরূপ মলিন ভাব ধারণ করে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা উচিত,যে, অবশ্য প্রয়োজনীয়, একান্ত প্রার্থনীয় বস্তু অর্থ নহে, ক্ষমতা নহে, বুদ্ধিমত্তা নহে, প্রতিপত্তি ও যশও

নহে, সুস্থতাও নহে, কিন্তু চরিত্র, সর্ব্বাগ্রে চরিত্র, তৎপরে অন্য সকল বস্তু। চরিত্রহীন হইয়া রাজ-মুকুট পরিধান করা অপেক্ষা, ছিন্ন বস্ত্র পরিধানে বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া,চরিত্র রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ চরিত্রবিহীন হইয়া কিছুতেই মানুষ আত্মরক্ষা করিতে পারে না, পরন্তু চরিত্রবান লোক সংসারের সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করেন এবং তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। যাঁহারা চরিত্র রক্ষার জন্য কোন প্রকার ক্ষতিকে ক্ষতি বলিয়া মনে করেন না, তাঁহারাই প্রকৃত বড় লোক বলিয়া সংসারে আদৃত হইয়া থাকেন।

চরিত্রের মূল্য।

শারীরিক বা মানসিক উন্নতি বিষয়ে মানুষ সময়ে সময়ে হতাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার মনুষ্যত্ব লোপ পায় না, কিন্তু চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইয়া বিফলমনোরথ হইলে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়, সে ব্যক্তি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া সংসারের অধমতম পদবীতে বিচরণ করে। এই জন্য তোমরা সমগ্র মনপ্রাণের সঙ্গে এই কথাটি

স্মরণ রাখিবে যে, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন, জীবনের সার সম্পত্তি চরিত্র। অনেক লোক দারিদ্র্যের তাড়নায়, প্রলোভনের আকর্ষণে, দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হইয়া চরিত্ররত্ন বিক্রয় করত অর্থোপার্জ্জন করিতে, সুখ সম্ভোগ করিতে এবং সম্পদ ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পায়; কিন্তু পরিশেষে আত্মনিন্দা আত্মগ্লানি ও অনুতাপানলে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দগ্ধ হইতে থাকে এবং মৃত্যুকালেও গভীর মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া আপনাকে ধিক্কার করিতে করিতে মৃত্যুর ক্রোড় আশ্রয় করে, এজন্য তোমাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তোমরা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হও, চরিত্রকে জীবনের উত্তম ভূষণ, উৎকৃষ্ট অলঙ্কার জানিয়া এখন হইতে প্রতিদিন তাহারই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হও।

যাহা অপহৃত হইলে, মানুষের সর্ব্বনাশ হয়, এমন মহামূল্য চরিত্ররত্নকে যত্নে রক্ষা করিতে ও তাহার পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে সতত যত্নশীল হওয়াই বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্ব্বপ্রধান ব্রত হওয়া উচিত। বদ্ধপরিকর হইয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই গুরুতর ব্রত পালনে নিযুক্ত থাকাই বিধাতার বিধান। সংসারে যদি আসিয়াছ, মানবজন্ম যদি লাভ করিয়াছ, তবে

তাহার উৎকৃষ্ট ব্যবহারদ্বারা সংসারের মুখ উজ্জ্বল করিতে এবং পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়া কৃতার্থ হইতে প্রাণপণ করিবে। ইহাকেই পরম সুখ, পরম ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করা তোমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বাধ্যতা।

আহারবিহার ও সুখসম্পদপূর্ণ সংসার-জীবনের অন্ত-রালে মানবের উচ্চতর জীবন লাভের সদুপায় সকল যখন ব্যবস্থাপিত দেখা যাইতেছে, তখন আর উদাসীন ভাবে কালাতিপাত করা কোন মতেই সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ সদ্‌গুণসকল উপযুক্ত সময়ে প্রস্ফুটিত না হইলে, তাহার স্বাভাবিক সুসৌরভে চারিদিক আমোদিত হয় না। বাল্যকালই এইসকল সদ্‌গুণ অর্জ্জনের উপযুক্ত সময়, কৌতূহলপূর্ণ শৈশব-স্মৃতি যে বস্তু বা ঘটনা একবার স্পর্শ করে, তাহা আর কখন পরিত্যাগ করে না, বাল্যকালের পাঠ, বাল্যসহচরদিগের সহিত নানা স্থান ভ্রমণ, তাহাদের সহিত বন্ধুতা বা কলহ, এসকল যেমন উজ্জ্বলরূপে স্মৃতি অধিকার করিয়া রাখে, এমন আর কিছুই নহে। এই জন্য সুশিক্ষা লাভের ও উত্তরকালে সৎলোক হইবার ইহাই উপযুক্ত সময়।

সুশিক্ষা লাভ করিয়া সৎলোক হইবার প্রধান ও প্রথম সোপান বাধ্যতা। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘর্ষণে যে স্বেচ্ছাচারিতার বিষাদময় ভাব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অন্তরালে অনেক অমূল্য বস্তু দিন দিন লুক্কাইত হইতেছে। শিক্ষক গুরু, ছাত্র শিষ্য, এসম্বন্ধ আর এখনকার বিদ্যালয়ে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে ছাত্রদিগকে সুশিক্ষা ও সদুপদেশ দ্বারা জ্ঞানের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে স্নেহ-মমতা ও শুভাকাঙ্ক্ষাদ্বারা তাহাদের সরল হৃদয়গুলিকে আকৃষ্ট করিবার উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। গুণবান ও ধার্ম্মিক শিক্ষকই বালকগণকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হন, সুতরাং বালকেরা যাহাতে নীতিমান্ ও ধার্ম্মিক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং উত্তরকালে বিবিধ সদ্গুণের অধিকারী হইয়া, পিতা মাতা ও সুহৃদবর্গের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে সক্ষম হয়, সে দিকে প্রত্যেক পিতা মাতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অনুসন্ধান না করিয়া কোন অপরিচিত লোকের হস্তে সন্তানদের সুশিক্ষার ভারার্পণ করার ভয়ঙ্কর কুফল এই ফলিতেছে যে বালকেরা অবাধ্য

ও উশৃঙ্খল হইয়া সকল প্রকার সুশাসনের অতীত হইয়া পড়িতেছে। সন্তানগণকে সচ্চরিত্র, জ্ঞানবান ও ধার্ম্মিক হইতে দেখিলে, প্রত্যেক পিতা মাতার প্রাণে অপার আনন্দের সঞ্চার হয়। এরূপস্থলে যাহাতে সন্তানদের দ্বারা তাঁহাদের সে আনন্দ সম্ভোগের ব্যাঘাত না ঘটে, সে দিকে প্রতিনিয়ত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাহারা পিতা মাতা ও শিক্ষকের আনুগত্য স্বীকার করিবে এবং হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের সকল আদেশ পালন করিয়া কৃতার্থ বোধ করিবে।

তোমরা সর্ব্বদা যত্ন সহকারে তোমাদের শিক্ষক মহাশয়দের উপদেশ ও পরামর্শমত চলিতে চেষ্টা করিবে। পিতা মাতা ও শিক্ষককে তোমাদের ক্ষুদ্র জীবনের পরম সহায় জানিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সর্ব্বদা তাঁহা-দের আদেশ পালনে নিযুক্ত থাকিবে। তাঁহাদের আদেশ পালন করা যদি শ্রমকর ও কষ্টকর হয়, সে আদেশ পালন করিতে যদি নিজের ইচ্ছাকে কিছু পরিমাণে খর্ব্ব করিতে হয়, তাহাতেও কুণ্ঠিত হইবে না, বরং অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিয়া তাঁহাদের সুখ ও তুষ্টিসাধনে সুখানুভব করিতে চেষ্টা করিবে।

বিনয়।

যত প্রকার সদ্গুণে মানবজীবন অলঙ্কৃত হইতে পারে, তাহাদের মধ্যে বিনয় শ্রেষ্ঠতম একটি। বিনয়ী ব্যক্তির স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা, কারণ সে স্বাধীনতা অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত নহে, পরন্তু চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিপ্রদ হইয়া সকলকে শান্ত ও ধীর হইতে শিক্ষা দেয়। বিনয়ের মধুরতাবিহীন জ্ঞান গরিমার উত্তেজনা অহঙ্কারের গর্জ্জনপূর্ণ হইয়া লোকের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিয়া দেয়। বিনয় মানবজীবনের উত্তম ভূষণ। সেই জন্যই জ্ঞানীজনের বিনয়াবনত মুখশ্রী পরম সুন্দর বলিয়া মনে হয়। অহঙ্কার যে মানুষের কি সর্ব্বনাশ করে, তাহা তোমরা পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছ। অহঙ্কারের উত্তাপে সকল সদ্ভাব তিরোহিত হয়। অহঙ্কার মানুষের প্রাণকে মরুভূমিসদৃশ শুষ্ক ও শ্মশানসদৃশ ভয়াবহ করিয়া তুলে, যদি সুশিক্ষা, সদাচার ও ধর্ম্মভাব তোমাদের প্রাণে স্থান পায়, এরূপ ইচ্ছা কর, তবে বিনীত অন্তরে সৎপথে অগ্রসর হইতে যত্নবান হও।

সত্য।

সত্য কথা কহিয়া, সত্যাচরণ করিয়া, লোক বড় লোক হয়। যে ব্যক্তি সত্যের মর্য্যাদা ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন না, মনুষ্যত্ব লাভের পথে অগ্রসর হইতে তাঁহার এখনও বিলম্ব আছে। ধর্ম্মপ্রাণ যিশুখৃষ্ট ইহুদিদিগকে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে বলিয়া ক্রুশে হত হইয়াছিলেন, তবুও সত্য বলিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। মহাত্মা গ্যালিলিও পৃথিবী ঘুরিতেছে এই সত্য উপলব্ধি করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছিল। এই সত্য কথা অস্বীকার করিলেই, প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতেন, কিন্তু সত্যব্রত গ্যালিলিও যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিয়া বীরের ন্যায়, সেই সত্য বলিতে বলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। যাহা সত্য বলিয়া অনুভূত হইবে, তাহার অনুষ্ঠানে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকাই মনুষ্যত্ব লাভের প্রধানতম উপকরণ। যে পরিমাণে তুমি সত্যাচরণ হইতে বিরত হইবে, সেই পরিমাণে প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে। যে সকল সাধু মহাত্মাদের নাম তোমরা সর্ব্বদা শুনিয়া থাক, তাঁহাদের প্রত্যেকেই সত্যের সেবা করিয়া, সত্য-

পথে বিচরণ করিয়া,কীর্ত্তিমান ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। সত্যবাদিতার ও সত্যাচরণের পরম শত্রু আলস্য, দাম্ভিকতা এবং ভীরুতা। অলস ব্যক্তি আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া কোন বিষয় উপযুক্তরূপে অনুসন্ধান না করিয়া বিশ্বাস করে বলিয়া অসত্যপরায়ণ, দাম্ভিক ব্যক্তি বুদ্ধি ও জ্ঞানকে মোহের অন্ধকারকূপে মগ্ন করিয়া আত্মাভিমানের উত্তেজনায় সত্য মিথ্যা বিচারে অসমর্থ হইয়া পড়ে এবং এইরূপ আচরণ দ্বারা মিথ্যার সেবা করে, ভীরু ব্যক্তি বিষয়বিশেষকে সত্য বলিয়া জানিয়াও সৎসাহসের অভাবে, তাহা স্বীকার করিতে ও কার্য্যে পরিণত করিতে অসমর্থ হইয়া অসত্যের দাসত্ব করে।

সৎসাহস।

'কর্ত্তব্য বুঝিবে যাহা, নির্ভয়ে করিবে তাহা। তোমরা এই সার কথার মর্ম্মগ্রহণে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হইবে, এরূপ না করিলে তোমরা কর্ত্তব্যপালন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে না। সৎসাহসের অভাব হইলে, লোকের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। সৎসাহসকেই

সর্ব্বপ্রকার সম্পদের আকর বলিয়া জানিবে। ইহারই সাহায্যে লোক জীবনে কৃতকার্য্য ও যশস্বী হয়। এমন এক সময় ছিল, যখন জাতি যাইবার ভয়ে কেহ মেডিকেল কলেজে যাইতে সাহস করিতেন না। পরলোকগত বাবু মধুসূদন গুপ্তের হৃদয়ে সৎসাহসের সঞ্চার হইয়াছিল বলিয়া, আমরা আজ স্বদেশীয় কত লোককে চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে দেখিতেছি। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষাতে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া যাঁহারা আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, বাবু মধুসূদন গুপ্তই তাঁহাদের অগ্রণী। এজন্য বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। সেই হিন্দুযুবক মধুসূদন যে দিন প্রথম শবচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সেই দিন তাঁহার সম্মানার্থে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ-প্রাচীর হইতে তোপধ্বনি হইয়াছিল। তিনি তাঁহার সৎসাহসের বলে আমাদের দেশের প্রভূত কল্যাণের পথ মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তোমরা আলস্য, অহঙ্কার এবং কাপুরুষতাকে, উৎকৃষ্ট জীবন লাভের পরম শত্রু বলিয়া জানিবে এবং সকলে সর্ব্বদা সে শত্রু হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে। যাহাদের করিবার কিছু নাই, ভাবিবার কিছু নাই, সেই

সকল লোকের পক্ষে উদাসীন ভাবে জীবনযাপন করা স্বাভাবিক, তাহারা তাহাদের জীবনের প্রবহমান স্রোতের গতিকে তীক্ষ্ণতর না করিয়া মন্দীভূত করে, ক্রমে জীবন-গতি দুর্গতিতে পরিণত হয়, অবশেষে তাহাদের সেই প্রিয় জীবন ভারবহ হইয়া পড়ে। এজন্য সুচিন্তা, সদাচার ও সদনুষ্ঠানে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, তাহা হইলে জীবনের কোন দিনই ক্লেশকর বা ভারবহ বলিয়া বোধ হইবে না। এমন কি রোগশয্যাতেও মুহূর্ত্ত পরে মুহূর্ত্ত চিন্তা, ভাব ও কর্ম্মপূর্ণ বলিয়া অনুভূত হইবে। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা রোগযন্ত্রণার মধ্যেও প্রসন্ন মনে ভগবানের স্তুতি বন্দনাতেই নিযুক্ত থাকেন।

উদারতা।

অনুদার ব্যক্তি কখন সত্যপরায়ণ হইতে পারে না। সত্যপরায়ণ ব্যক্তির লক্ষণ এই যে তিনি সকল দেশীয় সর্ব্বপ্রকার সাধু অনুষ্ঠানের মূলে সত্যের জয় দেখিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করেন। তাঁহার নিকট বুদ্ধ-দেবের রাজসিংহাসনের পরিবর্ত্তে বৃক্ষতল আশ্রয় করার যেমন আদর, সত্যের মান রক্ষা করিতে মহাত্মা সক্রেটি-

সের প্রাণদানের ও ঠিক তদ্রূপ সম্মান; তিনি পরমভক্ত চৈতন্যের প্রেম ভক্তিতে যেমন অনুরক্ত, ধর্ম্মপ্রাণ যীশু-খৃষ্টের লোকাতীত মানবপ্রেম ও ক্ষমাগুণের ও ঠিক সেই রূপ পক্ষপাতী; স্বদেশের হিতসাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া যাঁহারা অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র ও মহাত্মা ভীষ্ম, মহারাজ যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য ও পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি বহুগুণ সম্পন্ন মহাত্মাদের নাম তাঁহার যেমন প্রিয়, ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডি, ওয়াসিংটন্ ও নেল্‌সন্‌ও তাঁহার নিকট তদনুরূপ প্রিয়; লোকহিতব্রতরত প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অমরকীর্ত্তিসম্পন্ন সাগর দত্তের নাম তাঁহার প্রাণে যে গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মধুর ভাব উদ্দীপ্ত করে, সর্ব্বজন পরিত্যক্ত কারাবাসী হতভাগ্যদের পরমবন্ধু মহামনা জন হাউয়ার্ড এবং হতভাগ্য কাফ্রিক্রীতদাসগণের পরমবন্ধু উইলিয়ম লইড্ গ্যারিসন্ ও প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম লিনৃঙ্কনের নামে তাঁহার প্রাণে ঠিক সেইরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতার ভাব জাগরিত হয়। উদারমতি সত্যপরায়ণ ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনার জ্ঞান ও হৃদয়ের সদ্ভাবসকলকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। পরমেশ্বরের অনুগত

জনের পক্ষে সঙ্কীর্ণতার ক্ষুদ্র গণ্ডী শোভাপায় না। সুতরাং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তোমাদের হৃদয়ের বিস্তৃতি লাভ হইতে পারে, বিধিমতে সে বিষয়ে যত্নবান হইবে।

এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানের তুলনায়, আমাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও অতি ক্ষুদ্র, পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এত ক্ষুদ্র হইয়া আমাদের অহঙ্কার করিবার বা গৌরব করিবার কি আছে? ক্ষুদ্র যে, তাহার আবার অহঙ্কার কি, সামান্য যে, তাহার আবার গৌরব কি? আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, আমরা এত ক্ষুদ্র হইয়াও সেই পরমেশ্বরের কৃপার পাত্র হইয়াছি, কারণ আমরা তাঁহারই কৃপায় নানাবিধ গুণের এক এক কণা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি এবং সেই সকল ক্ষুদ্র গুণকণার সাহায্যে মহাজন-গণের গুণের আদর করিয়া ধন্য হইতেছি। আমরা লোককে ভাল বাসিয়া, লোকের সম্মান করিয়া এবং তদনুরূপ হইতে প্রয়াস পাইয়াই প্রকৃত উন্নতি লাভ করি, এজন্য যতই আমরা সাধুজনসমূহের সদ্‌গুণ সকলের সম্মান করিতে শিখিব, ততই আমরা মনুষ্যত্ব

লাভ করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইব এবং ঐ সকল সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়া পরিজনবর্গের ও জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিয়া কৃতার্থ হইব।

দৃঢ়তা ও কোমলতা।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া ন্যায় ও নিষ্ঠার পথ অবলম্বনে জীবন-যাপন করা অতীব কঠিন কার্য্য। মানুষের মত হইয়া সাধুপথে চলিবার সকলপ্রকার আয়োজন সত্ত্বেও তোমরা অনেক সময়ে ভ্রান্তি ও দুর্ব্বলতা বশতঃ নানাপ্রকারে বিপথগামী হইয়া পড়িবে। সুতরাং এখন হইতে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞাসহকারে জীবনের প্রত্যেক কাজ সম্পন্ন করিতে শিক্ষা কর।

পর্ব্বতকে টলাইতে পারা সম্ভব হইবে, তথাপি তোমাদিগকে কেহ প্রতিজ্ঞাচ্যুত করিতে পারিবে না, এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কঠিন বর্ম্মে তোমরা আপনাদিগকে আবৃত করিবে। প্রতিজ্ঞাপরায়ণ লোকই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া, জীবনে কৃতকার্য্য হইয়া, লোকের প্রাণে রাজত্ব করেন। বাহিরের ভূমিখণ্ড তাঁহার রাজ্য নহে, তিনি চরিত্রের বল, অদম্য উৎসাহ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার পরাক্রমে সংসা-

রের সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করেন বলিয়া, পৃথিবীর লোক এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাপরায়ণ জনগণের কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া অবাক হইয়া যান এবং তাঁহাদের মহত্ত্ব ও সদ্‌গুণরাশি স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিয়া থাকেন, এইরূপ লোকেরা মানবের সুবিস্তৃত মনোরাজ্য অধিকার করিয়া মানব-হৃদয়ে রাজত্ব করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমানসময়ে যাঁহারা ধর্ম্মভাবপ্রণোদিত প্রতি-জ্ঞার পরাক্রমে জনসমাজ কম্পান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয় মুক্তিফৌজের সেনাপতি মহাত্মা জেনারেল বুথ এক আশ্চর্য্য শক্তিশালী পুরুষ। এই মহাত্মা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া ইংলণ্ডের হতভাগ্য পাপাচারী নরনারীগণকে সৎ-পথে আনিবার জন্য আয়োজন করেন। প্রথম প্রথম তাঁহার কার্য্যে তত বাধা পড়ে নাই, কিন্তু যখন তিনি অনেক পাপক্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে সৎপথে আনিয়া ভদ্রসমাজের উপযোগী করিয়া তুলিতে লাগিলেন, তখনই চারিদিকের বাধা বিঘ্ন পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়া তাঁহাদের সদুদ্দেশ্যের অঙ্কুরটিকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জেনারেল বুথ ও তাঁহার পত্নী কেবল পরমেশ্বরকে স্মরণ

করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-সহকারে লোকের হিতসাধনে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র জেনারেল বুথ সৈন্যগণসহ সংসারের পাপভারাক্রান্ত নরনারীগণের উদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করিতেছেন। বঙ্গদেশে রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-সহকারে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হওয়ার অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। এই সকল মহাত্মারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য বুদ্ধির নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিয়াই জীবনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং সেই জন্যই আজ ইঁহাদের গুণ-গৌরবে ভারতমাতার মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়াছে এবং ইঁহাদের প্রতিপত্তির বলে পৃথিবীর নানাস্থানে বর্ত্তমান বঙ্গসন্তানগণ যশঃ ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

তোমরা পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় হইয়া অটলভাবে কর্ত্তব্যের পথে দণ্ডায়মান হইবে সত্য, নির্ভয়ে সত্যাচরণ করিবে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কঠোর হৃদয় হইয়া পড়িও না। তীব্রভাব তোমাদিগকে লোকের নিকট অকারণ অপ্রিয় করিবে। তোমরা দৃঢ়তা সহকারে তোমাদিগের কর্ত্তব্য সাধন করিবে, কিন্তু কেহ তোমাদের নিকটস্থ হইলে, যেন বুঝিতে পারে, তোমরা অতি কোমল প্রকৃতির লোক; যেন দেখিতে পায়, তোমাদের পাষাণসদৃশ দৃঢ়তা ও

প্রতিজ্ঞার অন্তরালে বন্ধুবান্ধবের জন্য, অপরিচিত লোক-দের জন্য, দরিদ্র ও অসহায় জনগণের জন্য কোমলতা, সরসতা, মিষ্টভাব এবং আত্মীয়তা প্রসন্নসলিলা তটিনীর ন্যায় নিরন্তর প্রবাহিত। তোমরা এমন ভাবে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে যত্নবান হও, যে তোমাদিগকে দেখি-লেই, তোমাদের সহিত আলাপ করিলেই, লোক বুঝিতে পারিবে যে, তোমাদের জীবনে দৃঢ়তা ও কোমলতার সমাবেশ হইয়াছে। তোমরা দুর্জ্জনের নিকট দৃঢ়, দুর্ব্বল ও ভীরুর নিকট কোমল ও করুণহৃদয় হইয়া পরমেশ্বরের প্রিয়সন্তান হইতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইবে।

সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা।

সহ্য করিতে পারা বড় কঠিন, কিন্তু অভ্যাস করিলে, শেষে আর তত কঠিন কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। বড় লোকমাত্রেই অন্যের প্রদত্ত ক্লেশ অতি সহজে বহন করিয়া সংসারে এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যদেব হরি নামের তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে জগাই মাধাই দস্যুদ্বয়কে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, তাহারা তাঁহাকে প্রহার

করিল। রুধিরধারে প্লাবিতদেহ হইয়া তিনি নৃত্য করিতে করিতে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব, তাঁহার প্রেম, তাঁহার ভালবাসা, তাঁহার ক্ষমার ভাব দেখিয়া, তাহাদের দস্যুবৃত্তি খর্ব্ব হইল, তাহারা দেবভাবের আবির্ভাব দেখিয়া আপনাপনি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া ধর্ম্মপথে পাদার্পণ করিল। তাঁহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সপ্রেম ক্ষমার ভাব বঙ্গদেশের পরম গৌরবের ধন। যিশুকে ক্রুশকাষ্টে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রতিবেশীগণ যখন তাঁহার প্রাণবধ করিতেছিল, তিনি শোণিতাক্ত কলেবরে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে পরমেশ্বরকে ডাকিয়া বলিয়া ছিলেন, "হে পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা জানে না, কি করিতেছে। আসন্ন মৃত্যু জানিয়াও, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে আততায়ীগণের শুভ কামনা করিয়া এমন ভাবে প্রার্থনা করা অপেক্ষা সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাগুণের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত আর কোথায় মিলে। তাই বলি, তোমরা এই দুই মহাজনের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া, বৃক্ষের ন্যায় অটল ও অচল হইয়া শান্তভাবে সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে ও দুঃখ দাতাকে ক্ষমা করিতে শিক্ষা কর। এতাদৃশ সহিষ্ণুতা গুণের বশবর্ত্তী হইয়া লোককে

ক্ষমা করিলে, লোক আপনার অপরাধ স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইবে এবং মনে মনে তোমার সদ্গুণসকলের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পরিশেষে তোমার পরমবন্ধু হইয়া পড়িবে।

প্রেম ও সেবা।

যে ব্যক্তি দেখিতে সুন্দর, যাহার কথা মিষ্ট, তাহার সঙ্গে থাকিতে, তাহাকে ভালবাসিতে, যে স্বতই ইচ্ছা হয়, এটি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, এবং এরূপ ইচ্ছার দ্বারা আমাদের সদ্ভাবসঞ্চারিনী বৃত্তিটিকে প্রকৃষ্টরূপে প্রস্ফুটিত করিতে আমরা সক্ষম হই। কিন্তু যে ব্যক্তি দেখিতে সুন্দর নহে, এবং কর্কশ কথা কহে, তাহাকে ভালবাসিতে ও তাহার সেবা করিতে চেষ্টা করা পরম ধর্ম্ম, পবিত্র কার্য্য। এই ভূমণ্ডলবাসী ক্ষুদ্র ও মহৎ, ইতর ও ভদ্র, ধনী ও দরিদ্র, জ্ঞানী ও মুর্খ, সুরূপ ও কুরূপ, সৎ ও অসৎ, পাপী ও পুণ্যাত্মা সকলেই সেই মঙ্গলময় বিধাতার প্রিয়সন্তান, তিনি যখন আমাদের প্রত্যেককে প্রিয়জ্ঞানে স্নেহ করিয়া থাকেন, ইহাকে ইতর বলিয়া, উহাকে গরিব বলিয়া, অন্য একজনকে কুশ্রী বা পাপী বলিয়া তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত করেন না, তখন

তোমাদেরও সর্ব্বপ্রযত্নে পূর্ণপবিত্র পরমেশ্বরের নির্দ্দেশ-মতে চলিতে প্রয়াস পাওয়া কর্ত্তব্য। সকলকেই তোমাদের আপনার লোক ভাবিয়া ভাল বাসিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহাতেই তোমাদের প্রকৃত পৌরুষ।

দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিয়া হৃদয়ে যে অপার আনন্দের সঞ্চার হয়, পীড়িতের সেবা করিয়া, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়া, শোকসন্তপ্ত জনের প্রাণে শান্তি ও আনন্দ বিধান করিয়া, তোমাদের প্রাণে যে মধুময় প্রীতির সঞ্চার হয়, ধন কুবেরের কার্পণ্যে সে সুখের কণামাত্রও নাই, আত্মসুখরত স্বার্থপর ব্যক্তির আত্মচিন্তায় সে সুখের ছায়াও প্রতিবিম্বিত হয় না, রাজভবনসদৃশ চিত্তবিনোদন হর্ম্ম্যোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, সুখীজনের সুখের কল্পনাতে সে স্বর্গীয় তৃপ্তির বিন্দুমাত্রও সম্ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্য সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে তোমাদের নিজ নিজ সুখের বিনিময়ে অপরের সুখবর্দ্ধনে রত থাকিতে যত্নবান হইবে। কারণ লোকের এইরূপ ইষ্ট-সাধনে মানুষ একবার নিযুক্ত হইলে, আর তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হয় না এবং এইরূপে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হয় এবং আপনাকে ধন্য মনে করিয়া কৃতার্থ হয়।

জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবমণ্ডলীকে প্রেমের

চক্ষে দেখিয়া এবং তাহাদের নানা প্রকার হিতসাধন করিয়াই যে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিবে এমত নহে। গৃহ-পালিত পশু পক্ষী এবং অন্যান্য জীব জন্তুদিগকেও তোমরা ভালবাসিবে এবং যতদূর সম্ভব, তাহাদের হিত-সাধন করিবে। ইতর প্রাণীরা অনেক সময়ে সদ্ভাব-প্রণোদিত হইয়া তোমাদের সেবা করিয়া থাকে, তোমাদিগকে ভাল বাসিয়া থাকে এবং তোমাদের নিকট তদনুরূপ স্নেহমমতাপূর্ণ সদয় ব্যবহার পাইবার জন্য অনেক সময়ে সতৃষ্ণ নয়নে তোমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে। যে সকল প্রাণীর অন্তরে এমন সদ্ভাব ক্রীড়া করে, তাহারা কোন মতে তোমাদের অবজ্ঞা ও নিষ্ঠুরাচরণের পাত্র নহে। বিশেষতঃ তোমাদের কার্য্যের সুবিধা এবং সুখ ও আরাম বৃদ্ধির জন্য যখন কোন পশু কিম্বা পক্ষী তোমাদের গৃহে লালিত পালিত হয়, তখন তাহারা বিশেষ ভাবে তোমা-দের স্নেহ ও যত্নের পাত্র জানিয়া, সর্ব্বদা তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে। তাহারা কথা কহিতে না পারিলেও তোমাদের প্রদত্ত ক্লেশ অনুভব করিতে পারে, তোমরা স্নেহসহকারে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া সোহাগ দেখা-ইলে, তাহারা তাহা বুঝিতে পারে, এইটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া তাহাদিগকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করিবে।

তাঁহারা যেন তোমাদের ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া মনের আনন্দে কালাতিপাত করিতে পারে।

অতিথি-সৎকার।

অতিথিসেবা যে পরম ধর্ম্ম এ কথা তোমাদের বিশেষ ভাবে জানা আবশ্যক। এমন এক সময় ছিল যখন অথিতিসেবা না করিয়া এদেশের লোক জলগ্রহণ করিত না। অতিথিসেবা মহাপুণ্য বলিয়া আমাদের দেশের নর-নারীগণের সংস্কার আছে এবং বাস্তবিকই অথিতিসেবা মহা পুণ্যের কার্য্য।

কোন দূরদেশ হইতে আত্মীয় কুটুম্ব গৃহে আসিলে, অথবা কোন অপরিচিত পথিক তোমাদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহাদের বিশ্রাম-সুখ লাভে সহায়তা করিতে তাঁহাদের আরাম এবং তৃপ্তি বিধান করিতে সর্ব্ব-প্রযত্নে চেষ্টা করিবে। এমনভাবে তাঁহাদের সকল আদেশ পালন করিবে যদ্দারা একদিকে তোমাদের পিতা মাতা ও গৃহের অন্যান্য অভিভাবকগণের সুনাম রক্ষা পাইবে, অপরদিকে তাহাদের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইবে। তোমাদের গৃহদ্বারে ভিখারী আসিলে যেন অকারণে ফিরিয়া না যায়। তোমাদের পিতা মাতা হয়ত অনেক

সময় নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া ভিখারীর প্রার্থনা তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ নাও করিতে পারে, তোমরাই অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন ও বিপন্ন লোকদের প্রার্থনার কথা পিতা মাতার গোচর করিবে এবং তাহারা যাহাতে কিছু পায় সে রূপ চেষ্টা করিবে।

এদেশে ধনী দরিদ্র সকলেই অতিথিসেবা করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনে লালাবাবুর অথিতিশালা আছে। ধনবান হিন্দু মাত্রেই কাশীধামে অতিথি শালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কলিকাতার পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্র-নাথ মল্লিক মহোদয় বহুকাল হইতে এই অতিথিসেবা করিয়া আসিতেছিলেন। যাহাতে দীন দরিদ্র, পীড়িত ও অসহায় লোক দিনান্তে এক মুষ্টি অন্ন পায়, রাজা বাহাদুর মৃত্যুকালে তাহার সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার তিন ক্রোশ উত্তরে বনহুগলি গ্রামের নিকট পরলোকগত মতিলাল শীল মহোদয় এক অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক পীড়িত ও অসহায় ব্যক্তি নিরাপদে সেখানে এক মুষ্টি অন্ন পাইয়াছে। ধনীর ধন, এইরূপে দরিদ্রের অন্নকষ্ট নিবারণে, আতুর ও অসহায় ব্যক্তির দুঃখমোচনে ব্যয় হয়, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয়, আনন্দকর চিন্তা আর কি হইতে পারে?

এদেশে অনেক গৃহের প্রবীণা গৃহিণীরা নিজ নিজ অন্নব্যঞ্জন দ্বারা দ্বিপ্রহরের সময় অতিথিসেবা করিয়া একবারে রাত্রিতে আহার করিয়া থাকেন, এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। সুতরাং তোমরা এমন সকল সদ্দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকিতে, কায়মনোবাক্যে তাহার অনুসরণ করিতে রত হও ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। লোকের সেবা করা অপেক্ষা পুণ্য কার্য্য আর কি আছে? যাহার যেরূপ সেবা করিলে তাহার কল্যাণ হয়, তোমরা তাহার জন্য তাহাই করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। তোমাদের আচরণ দেখিয়া লোকে যেন বুঝিতে পারে যে তোমরা আত্মসেবা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে পরসেবাপরায়ণ। অপরের কল্যাণ সাধনের জন্য সকল প্রকার অসুবিধাই ভোগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছ, তোমাদের আচরণ দেখিয়া এইটি যেন সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়।

সৎ-সঙ্গ।

মানুষ হইবার পক্ষে যে সকল বিষয় বিশেষ ভাবে সাহায্য করে এবং যে সকল বিষয় উপযুক্তরূপে

শিক্ষা না করিলে, বালকেরা সুস্থশরীর লাভ করিয়া বুদ্ধিমানও চরিত্রসম্পন্ন যুবক হইতে পারে না, তাহার সম্যক আলোচনা করা গেল। কিন্তু একটি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা হয় নাই, সেটি এই যে যৌবনের উত্তেজনাপূর্ণ জীবন-প্রবাহে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে গুরুজন ও সাধুমহাত্মাদের * সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষার উদয় না হইলে, যে চঞ্চলভাবপূর্ণ বাসনাবায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাতে পাপের ভীষণ তরঙ্গসমূহ প্রকটিত হইয়া জীবনের ক্ষুদ্র তরণী সহজেই মগ্ন করিয়া দেয়। পাপের গভীরতম কূপে নিমগ্ন হইয়া পাপময় জীবনযাপন করত পরমেশ্বরের পবিত্র সংসারকে কলঙ্কিত করা অপেক্ষা তৎপূর্ব্বে লোকলীলা সম্বরণ করাও বাঞ্ছনীয়। সেরূপ জীবন যাপন করিয়া কি লাভ, যাহার সংস্পর্শে, যাহার দূষিত বায়ু সেবনে, অন্যান্য পবিত্রস্বভাব, নির্ম্মলপ্রকৃতির বালক বালিকা মলিন হইয়া যাইবে? এই জন্যই লোক বলে "সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।" যাহার নিকটে গমন করিলে পাপ চিন্তা সকল, মলিনভাব সকল, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি অসাধু প্রবৃত্তি সকল,জাগরিত হয় এবং মনকে নরককুণ্ডসদৃশ অপবিত্র করিয়া তুলে, সর্ব্বপ্রযত্নে সেরূপ অসাধুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা নিকটে আসিতে না আসিতে, প্রাণের নিদ্রিত সদ্ভাবসকল জাগরিত হয়, বিনয় প্রেম ও পরোপকার বৃত্তির অস্ফুটন্ত ফুলগুলি প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করে, এবং যাঁহাদের সমাগমে দুর্দ্দান্ত দুষ্প্রবৃত্তি সকল, আপনা আপনি মস্তক অবনত করে, কুভাব ও কুচিন্তা সকল সঙ্কুচিত হয় এবং যাঁহাদের সমাগমে পরমেশ্বরের কথা, ধর্ম্মের মহিমা, সংসারের অসারতা ও আমাদের প্রকৃত কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ হয়, সেই সকল পুণ্যবান্ মহাত্মাদের সহবাসে সর্ব্বদা থাকিতে চেষ্টা করা, মনের দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক অন্তরনিহিত ভাব সকল তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করা এবং সংশয় ও সন্দেহে তাঁহাদের সুপরামর্শের অধীন হইতে প্রয়াস পাওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এইরূপেই তোমরা প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে।

পবিত্রতা।

শরীরের অসুস্থতা অনেক সময়ে মনের প্রসন্নভাব হরণ করে, আবার মনের নানা প্রকার গ্লানিতে ও অন্তরের প্রসন্নতা ম্লানভাবধারণ করে এবং এই উভয়বিধ কারণেই

অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার ব্যাঘাত জন্মে। সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাসমুদ্র যেমন পূর্ণচন্দ্রের পরম গৌরবের বস্তু, প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি যেমন পুষ্পোদ্যানের অতুল শোভা সম্পাদন করে, সুমিষ্ট ও সুপক্কফলরাজি যেমন বৃক্ষকুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, সেইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ সাধুজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ পবিত্রতা। সত্যবাদী নিষ্ঠাবান্ সজ্জনের কথাবার্ত্তায়,তাঁহার আত্মীয়তা ও বন্ধুতাতে, তাঁহার ভাবভঙ্গিতে পবিত্রতার আভা প্রকাশ পায়। অপবিত্র বিষয়ের চিন্তা বা আলোচনায় তাঁহার মন সায় দেয় না। কোন প্রকার অসদালাপের সূত্রপাতে তাঁহাদের প্রাণমন ম্লানভাব ধারণ করে এবং অচিরাৎ তাঁহারা সে স্থান বা সেরূপ লোকদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

তোমরা সর্ব্বদা সাবধানতা সহকারে অন্তরের এই পবিত্রতার ভাব রক্ষা করিতে যত্ন করিবে। এই অল্প বয়সেই সাধুজনোচিত গুণসকল অর্জ্জন করিয়া উত্তরকালে সজ্জনসমাজের বরণীয় হইতে হইলে, এখন হইতে দেহ মনকে পবিত্রতার শান্তি-জলে স্নান করাইয়া কৃতার্থ হইতে শিখিবে।

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় কোন খ্যাতনামা সুপ্রবীণ সাধু ব্যক্তির বাল্যসহচর ও সমপাঠীদিগের একজন উত্তরকালে

অধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিয়া প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং সম্পদ ও সম্মানের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার সৌভাগ্যরবি মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার জীবনের শোভা সম্পাদন করিতেছিল, সেই সময়ে তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তথায় একদিন তিনি রাজপথে উপরোক্ত মহাত্মাকে দেখিবামাত্র নিজের শকট হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহার পাণিপীড়নে অগ্রসর হইলেন। উক্ত সাধু পুরুষ তাঁহার পুরাতন বন্ধুকে অনেক দিন পরে প্রেমপূর্ণ অন্তরে অগ্রসর হইতে ও হস্ত প্রসারণ করিতে দেখিয়া বলিলেন "আর না।" তাঁহার যে হস্ত সংসারের এত অনিষ্টসাধন করিয়াছে, তাহা স্পর্শ করিয়া পাপাচারের উৎসাহবর্দ্ধন করিতে, আর তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি অসঙ্কোচে আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া শৈশব-সহচরকে রাজপথে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রাখিয়া আপন গম্যস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তোমরা এইরূপে ন্যায় ও সত্যের আদর করিয়া নিজ নিজ কার্য্যকলাপের মধ্যে সদভিপ্রায়, পবিত্রতা ও নিষ্ঠার ভাব পোষণ করিতে যত্নবান হইবে।

তোমাদের আচরণ দেখিয়া কেহ যেন অপবিত্র পথে চলিতে কিম্বা অসাধু চিন্তা মনে স্থান দিতে উৎসাহিত না হয়।

আত্ম-মর্য্যাদা।

সংসারে নিজ নিজ মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলা বড় কঠিন কার্য্য। অধিকাংশ লোকই আপনাকে হীন করিয়া আত্ম মর্য্যাদার বিনিময়ে সুখ ও সম্ভ্রম অর্জ্জন করিতে যায়। এইরূপ হীন বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক উদরান্নের সংস্থান করিতে কিম্বা সম্মান ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাওয়া অপেক্ষা নিন্দার বিষয় আর কিছুই নাই। আপনার প্রকৃত মূল্য যে ব্যক্তি বুঝিতে না পারে, তাহার নিকট সম্মান ও অসম্মান তিরস্কার ও পুরস্কার ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না।

কিন্তু তাই বলিয়া আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া যেন অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মহারা হইও না; নিজের মান রক্ষা করিতে গিয়া নিজের সম্ভ্রমের উত্তাপে আপনি জ্বলিয়া উঠিও না। নিজের বিষয় লইয়া গৌরব করা, নিজের কথা পাড়িয়া শ্লাঘা করা এক কথা, আর

বিনীতভাবে আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে প্রয়াস পাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

রাজা রামমোহন রায় মহাশয় যখন সর্ব্ব প্রথম কর্ম্ম-গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁহার ভাবী কর্ত্তৃপক্ষ রংপুরের কলেক্টর ডিগ্‌বী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, যে আমি আপনার এখানে কর্ম্মপ্রার্থীবটে ; কিন্তু আমার একটি বিশেষ প্রার্থনা আছে, তাহা পূর্ণ না হইলে আপনার নিকট কর্ম্মগ্রহণ করিতে পারি না। সাহেব কর্ম্ম-প্রার্থী বাঙ্গালী যুবকের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার আশা দিয়া প্রার্থনার বিষয় জানিতে চাহিলেন। তখন তিনি বলিলেন "আমার প্রার্থনা এই যে আমি যখন কোন কার্য্যোপলক্ষে আপনার সম্মুখে আসিব, তখন অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের ন্যায় আমাকে দণ্ডায়মান রাখিতে পারিবেন না। কোন কথা কহিবার পূর্ব্বে আমাকে বসিতে আসন দিতে হইবে।" ডিগ্‌বী সাহেব তাঁহার কথার পারিপাট্য, মুখের ভাব ও শান্ত স্বভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন 'তাহাই হইবে।' পরিশেষে ডিগ্‌বী সাহেবের সহিত তাঁহার এরূপ বন্ধুতা হইয়াছিল যে ডিগবী সাহেব যেখানে বদলী হইতেন, তাঁহাকে সেইখানে লইয়া যাইতেন। তোমরা এইটিও বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিবে যে সকল

প্রকার সম্মান ও সম্পদ আরাম ও আনন্দের ভিতর চির-জীবন বাস করিতে পাইলেও সে ব্যক্তি হয়ত প্রকৃতপ্রস্তাবে মনুষ্য নামের উপযুক্ত নাও হইতে পারে। মানুষের মত হইয়া সংসারে জীবন যাপন করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে আপনার উপর নির্ভর করিতে এবং বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিখিবে। লোকে কথায় বলে বিধাতা তাহাদিগকেই সাহায্য করেন, যাহারা নিজ নিজ চেষ্টা দ্বারা আত্মোন্নতি করিতে প্রয়াস পায়। *

বালকদের ধর্ম্মভাব।

ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব সকল তোমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিবে না। পৃথিবীর অসংখ্য লোকমণ্ডলী নানা প্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও সকলেই সেই এক পরমেশ্বরের সন্তান। ইহা এবং এইরূপ নানাবিধ বিষয় আপাততঃ বিশেষরূপে অবগত হওয়া তোমাদের শক্তি ও সামর্থ্যের অতীত। তোমরা এক্ষণে এই দেখিবে যে, তোমাদের পিতামাতা যে ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন,তাঁহারা যে ধর্ম্মের আদর করেন, ভক্তি সহকারে যে ভাবে ইষ্টদেবতার পূজা ও অর্চ্চনা করেন, তাহা জানিতে

---

* Heaven helps them who help themselves.

ও বুঝিতে চেষ্টা করিবে। যদি তাঁহাদের সকল প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে না পার, তথাপি সে সকল কার্য্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না। তোমাদের প্রধান ধর্ম্ম এই যে, কোন প্রকার ধর্ম্মাচরণ, কোন প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাবে দেখিবে না। তুমি হিন্দুসন্তান, হিন্দুগৃহের ক্রিয়াকলাপ তোমার ভাল লাগে বলিয়া, মুসলমানের নমাজের সময়ে সে ব্যক্তি উঠা বসা করে বলিয়া বিদ্রূপ করিও না; কিম্বা তুমি মুসলমান বা খৃষ্টান বলিয়া, হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিও না। যে, যে ভাবেই ধর্ম্ম করুক না কেন, সে ব্যক্তি সেই উপায়কে তাহার আত্মার সদ্গতির পথ বলিয়া মনে করে। যাহা এক ব্যক্তির নিকট ধর্ম্ম, তাহা তোমার নিকট উপেক্ষা বা বিদ্রূপের বিষয় কিম্বা ঘৃণার বস্তু হওয়া কোন মতে ন্যায়সঙ্গত নহে। এমন অন্যায় কার্য্যে কখনও রত হইও না। তোমাদের পিতামাতা ও শিক্ষক মহাশয় যদি তোমাদের এরূপ অসদাচরণ জানিতে পারেন, তাহা হইলে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইবেন ও অন্তরে দারুণ বেদনা অনুভব করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, জ্ঞানবান ও ধার্ম্মিক জনগণের সমাগমে যে স্থান অলঙ্কৃত হইবে, সেখানে তোমাদের বাচালতা প্রদর্শন যেরূপ

নিন্দনীয়, নিজ নিজ দেব-মন্দিরে ও ভিন্ন সম্প্রদায় সকলের ভজনালয়ে উপস্থিত হইয়া চঞ্চলতা প্রদর্শন ও ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত লোকদিগের ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যাঘাত জন্মান তদপেক্ষা শত শত গুণে নিন্দনীয়। এরূপ কাজকে সকল লোকে নিন্দা করিয়া থাকেন, এমন সকল গর্হিত কাজ ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন দ্বারা এতাদৃশ শান্ত স্বভাব লাভ করিয়া তোমরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিলে তোমাদের প্রকৃতিতে আপনাআপনি ধর্ম্মভাব ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের সঞ্চার হইতে থাকিবে এবং উত্তরকালে তোমরা তোমাদের চরিত্র ও আচরণ দ্বারা তোমাদের পিতামাতা ও অন্যান্য স্বজনবর্গের মুখোজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে।

প্রবীণ ও বয়স্ক ব্যক্তি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইলেও শ্রদ্ধা সহকারে সকল কথা শুনিতে এবং শান্তভাবে সে সকল কথার উত্তর দিতে শিক্ষা করিবে। তাঁহাদের সকল কথা তোমাদের মনের মত না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে কর্কশ কথা বলা কিম্বা দশ কথা শুনাইঁয়া দেওয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে বিদ্রূপ করা সুশীল বালকের পক্ষে সঙ্গত নহে।

পিতা মাতা ও গুরুজনে ভক্তি, আত্মীয়স্বজন ও

প্রতিবেশিগণের প্রতি সম্মান ,সমবয়স্ক বালক ও বন্ধুগণে প্রীতি এবং স্নেহ, দীন দরিদ্র ও অসহায়, অন্ধ ও খঞ্জ, রুগ্ন ও শোকসন্তপ্তজনে সহানুভূতি প্রদর্শন ও তাহাদের সেবা করিয়াই তোমাদের ধর্ম্ম জীবনের সূত্রপাত হইবে, এবং যাহাতে বিধাতার কৃপায় তোমরা অনন্তকাল সেই ধর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পার, প্রতিদিন মনোনিবেশ সহকারে সে বিষয়ের চিন্তায় নিযুক্ত থাকিবে।

পুষ্প গুচ্ছ।

তোমরা সকলেই ফুলের তোড়া অবশ্যই দেখিয়া থাকিবে। বিবাহের সময়েও অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানে ফুলের তোড়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুষ্পোদ্যান হইতে নানা প্রকার ফুল আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা এক একটি পুষ্প-গুচ্ছ প্রস্তুত করিয়া থাকে। গুচ্ছকার এমন ভাবে পুষ্প গুলিকে সজ্জিত করে, এগন ভাবে তাহার প্রত্যেক পত্রটিকে পর্য্যন্ত বিন্যস্ত করে, যে দেখিলেই মোহিত হইতে হয়। সে পুষ্প-গুচ্ছের আঘ্রাণ লইতে,তাহার নিকটে যাইতে,তাহাকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা

হয়। নিকটে গিয়া তাহাকে সম্ভোগ করিবার সুবি না থাকিলেও দূর হইতে সে গুচ্ছটি দেখিয়া অন্ত কেমন সুন্দর আনন্দ অনুভব করা যায়!

পরমেশ্বরের সৃষ্টিরূপ এই মহাউদ্যানও সেই পরম সুন্দর। এখানে তিনিই তোমাদিগকে গৃ গৃহে ফুটাইয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় এসংসারে আসি য়াছ, যত দিন তাঁহার ইচ্ছা হইবে, তত দিন এসংসারে থাকিতে পাইবে, যে দিন তাঁহার ইচ্ছা হইবে, সে দিন, তুমি বালক হও, যুবা হও বা বৃদ্ধ হও, তোমাকে ভবধা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেই হইবে, সুতরাং তোমরা যতদি সংসারে বাস কর সুন্দর গোলাপফুলটির মত সৌরভ পূর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিতে চেষ্টা কর। পিতামাত পরমেশ্বরের নিয়োজিত ভৃত্যের ন্যায় ক্ষুদ্রদেহ ক্ষুদ্র-প্রাণ চারাগাছ গুলিকে সযত্নে জলসেচন দ্বারা বড় করিতে, সুন্দর করিতে, পরিপুষ্ট করিতে প্রয়াস পাই-তেছেন, দেখিও যেন তাঁহাদের আশা ফলবতী হয়। তোমাদের এক এক জনকে মানুষ করিতে বিধাতা তাঁহার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়োজিত করিয়াছেন। জননী গর্ভে যখন তুমি অসহায় অবস্থায় ছিলে, তেমন নিরুপায় অবস্থায় পরমেশ্বরের করুণা ভিন্ন তুমি বাঁচিতে ও ভূমি

হ্‌ইতে পারিতে না। যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীর আলোক
ান করিলে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী
ত্মীয় স্বজন সকলেই তোমার সেবায় নিযুক্ত হইলেন।
র্য্যের আলো, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, সরোবরের স্নিগ্ধবারি,
বিমল বায়ু হিল্লোল, পৃথিবীর যাবতীয় ফল ফুল তোমার
সেবায় নিযুক্ত হইল। জননীর স্নেহময় ক্রোড় পিতার
সকরুণ দৃষ্টি পলকে পলকে অমৃতকণা বিতরণ করিয়া
তোমাকে নিরাপদে রক্ষা করিয়াছে তাই তোমরা
আজ এত বড় হইতে পারিয়াছ। এই সকল ঘটনার
ভিতর দিয়া তোমরা নিরন্তর সেই পরম করুণাময়
পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছ,
এজন্য বলি সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে তাঁহার সংসারের
সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি করিতে আপনার হৃদয় মনকে
নির্ম্মল ও পবিত্র রাখিতে এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার
করুণার উপযুক্ত হইতে প্রয়াস পাইবে। এত দ্রব্য
সম্ভোগ করিতে পাইয়া, এত লোকের শুভাশীর্ব্বাদ
লাভ করিয়া যেন, ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পার।
তোমার মত দশজনকে বাছিয়া বাছিয়া, যে জীবন্ত
পুষ্প-গুচ্ছ প্রস্তুত হইবে, তাহা দেখিয়া জগতের
লোকেরা তোমাদের সংস্পর্শে আসিয়া যেন পরিতৃপ্ত

হয়। তোমাদের সহবাস ও আঘ্রাণ লাভ করিয়া যেন জীবন পায়।

তোমরা পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা কর, যেন সুচরিত্র লাভ করিয়া জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত হইয়া উঠিতে পার এবং লোকসমাজের কল্যাণ সাধন করিয়া কৃতা হইতে পার। সকল সুখ ও সকল সম্পদের আক করুণাময় পরমেশ্বর তোমাদিগকে এমন আশীর্বাদ করুন।